নবম অধ্যায়

সঞ্চয় ঋণ ও বাণিজ্য

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঋণদান ও পারস্পরিক আর্থিক লেনদেনের উল্লেখ আছে। তৎকালীন বঙ্গদেশ তথা এতদঞ্চলে ব্যাঙ্কিং লেনদেন সম্পর্কে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ রয়েছে। তৎকালে একশ্রেণীর বেনিয়াদের মাধ্যমে বঙ্গদেশের বাজারে প্রচলিত কড়ি, রৌপ্যমুদ্রায় লেনদেন হ'ত। এইসব বেনিয়ারা পোদ্দার নামেও পরিচিত ছিলেন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এনকোয়ারী কমিটি (১৯২৯-৩০) প্রকাশিত রিপোর্টের প্রথম খন্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, বেনিয়ারা ব্যাঙ্কার, অর্থ বিনিময়কারী ও এক শহর থেকে অন্য শহরে টাকা পাঠানোর কাজ করতেন এবং অর্থ বিনিময়পত্র দিতেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ রচিত 'দি ইকোনমিক হিষ্ট্রি অব্ বেঙ্গল' (প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১৪৪) - এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে তারা সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরণের লেনদেনের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের 'দি বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস' থেকে প্রতীয়মান হয় যে জমিদাররা সরাসরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিকারিকদের খাজনা না দিয়ে এইসব বেনিয়া বা পোদ্দারদের খাজনা দিতেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বা মধ্যস্থতাকারীদের একাংশ অর্থ তছরূপ করায় খাজনা আদায়ে লোকসান হ'ত বলে পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা অবলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলার গভর্ণর এইচ ভেরেলষ্ট (১৭৬৭) উল্লেখ করেছেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিতেন যাতে প্রচলিত মুদ্রা বাজার থেকে উঠে না যায়। ভেরেলষ্ট একথাও বলেছেন যে বেনিয়াদের মাধ্যমে এই আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা তার অনেক আগে থেকেই হয়ত চালু ছিল। (রিপোর্ট অফ দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটি, ১৯২৯-৩০, প্রথম খন্ড, কলকাতা ১৯৩০, পৃষ্ঠা - ৪)

জগৎশেঠের ব্যাঙ্কিং লেনদেন ব্যবস্থা তৎকালে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এত বিশাল ভূমিকা পালন করত যে এডমান্ড বার্ক একে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের সাথে তুলনা করেছেন। (নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯)। মারওয়ারের নগর থেকে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে হীরাচাঁদ শাহ্ ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করতে পাটনায় আসেন। তিনি ১৭১১ সালে মারা যান। তাঁর পুত্র মাণিকচাঁদ সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে কোন এক সময়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকায় আসেন। অল্পকাল পরেই মুর্শিদকুলি খাঁ যখন দেওয়ানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন তখন তার সাথে মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদ চলে আসেন। এখানে এসে তিনি ক্রমে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। ইংরেজ কোম্পানীর সাথেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। 'ক্যালকাটা কাউন্সিল' সর্বদাই তাঁকে 'সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী' ('Eminent merchant') বলেই উল্লেখ করত এবং একবার তাঁকে নানা দ্রব্যসামগ্রী উপঢৌকন পাঠিয়েছিল (Consultations, 23 February 1705)। ইংরেজরা তাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন সনদ লাভের জন্য। মুর্শিদাবাদে তার এত প্রভাব ছিল যে মুর্শিদকুলি খাঁ তাকে শিরোপা ও একটি হাতি প্রদান করেছিলেন। ১৭১২ সালে আজিম-উস্-সান ও তাঁর ভাইদের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন দখল করা নিয়ে যখন যুদ্ধ চলছিল মাণিকচাঁদের ভাগ্নে ফতেচাঁদকেও মুর্শিদকুলি একটি ঘোড়া উপহার দেন। তিনি চেয়েছিলেন আজিম-উস্-সানের দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্তির খবরটা তারা জনগণের মধ্যে প্রচার করেন।

মজার কথা ঠিক ঐ বছরেই ফারুকসিয়ার পাটনায় নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন দখলের লড়াইয়ের খরচ চালাতে মাণিকচাঁদ সহ পাটনার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ-ঋণ করেন। সে সময়ে মাণিকচাঁদ ভাবী সম্রাটের প্রধানতম ঋণদাতারূপে পরিগণিত হন। সিংহাসনে বসার পর ফারুকসিয়ার (Farrukk Siyar) মাণিকচাঁদকে 'নগর শেঠ' উপাধিতে ভূষিত করে তাকে সম্মানিত করেন।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মূলধনের প্রয়োজনে ও তার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে এই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, কোম্পানীর কর্মচারিগণ অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ করতেন না। এর জন্য ব্যাঙ্কিং হাউসের সাথে প্রেসিডেন্ট ও কলকাতা কাউন্সিলের মাঝে মাঝে বিরোধ দেখা দিত। কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রায়শই ব্যক্তিগত ও কোম্পানীর ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে পারতেন না। সেকালে 'শেঠ-হাউস' বিশালভাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা বিস্তার করেছিল এবং কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, বেনারস, হুগলী ও অন্যান্য স্থানে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড প্রসারিত ছিল।

মাণিকচাঁদ ১৭১৪ সালে মারা যান। কিন্তু ব্যাঙ্কিং হাউস তার ভাগ্নে ফতেচাঁদের নেতৃত্বে প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করে। মোগল সম্রাট

১৭২২ সালে ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সমকালীন নথিপত্রে তাঁর ব্যাঙ্কিং ব্যবসার প্রসার ও সমৃদ্ধির তথ্য, মুর্শিদকুলি খাঁর সাথে সম্পর্ক ও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার উল্লেখ আছে। ১৭১৭ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের টাকশাল সরকারী আধিকারিকদের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে ছিল। তখন রঘুনন্দন ছিলেন টাকশালের দারোগা। কিন্তু, মুর্শিদকুলি খাঁ এই বেনিয়াদের (ফতেচাঁদও এই বেনিয়াদের একজন) উপযুক্ত কর প্রদানের বিনিময়ে 'মুদ্রা' প্রচলনের অধিকার প্রদান করেন। ১৭১৭ সালে রাজকীয় 'ফরমান' লাভ করা সত্ত্বেও ইংরেজরা করমুক্ত মুদ্রা প্রচলনের অধিকার লাভ করতে পারেন নি। ১৭২১ সালের মধ্যে ফতেচাঁদ সমগ্র টাকশালের কর্তৃত্ব লাভ করেন যাতে তিনি মুদ্রা প্রচলন করতে পারেন। এই অধিকার তাকে যে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল তাই নয়, ইংরেজ কোম্পানী সহ সমগ্র ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি কর্তৃক আমদানীকৃত 'বুলিয়ন' এর মূল্য নির্ধারণের অধিকার দান করলো। জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হয়ে ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদে শুধু যে শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হলেন তাই নয়, ক্যালকাটা কাউন্সিলের পারিষদগণ তাকে 'নবাবের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। সরকারের সঙ্গে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলেই কাউন্সিল ফতেচাঁদকে তাঁর প্রভাব বিস্তার করে নিষ্পত্তি করতে অনুরোধ জানাতেন। অচিরেই তিনি তাঁর মর্যাদা আরো অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন। যেমন, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার 'সুবাদার' নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন (আব্দুল করিম,মুর্শিদকুলি খানঅ্যান্ড হিস টাইমস্, ঢাকা,১৯৬৩, পৃঃ৯৮-১০১)। নবাব আলীবর্দীর শাসনকালে শেঠদের মূলধন ছিল দশ কোটি টাকা। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র প্রদেশে তারা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করেন। এই শেঠ গোষ্ঠীর ব্যাঙ্কিং কাউন্টারে এই সময় এত বিশাল পরিমাণে মূলধন সঞ্চিত হয় যে তার ফলে তাঁরা যে শুধু নবাবের ব্যাঙ্কার ও কোষাধ্যক্ষ রূপে পরিগণিত হন তাই নয়, তাঁরা অন্যান্য খাজনা প্রদানকারী কৃষক ও জমিদারদেরও অর্থ যোগান দিতেন। ইউরোপীয়গণ— ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ সকলেই বাণিজ্যিক ঋণের জন্য এদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এমনকি পলাশীর যুদ্ধের বছরেও ডাচেরা শতকরা ৯ টাকা সুদে চার লক্ষ টাকা শেঠদের কাছ থেকে ধার করেন। এই একই গোষ্ঠীর কাছে চন্দননগর দখলের সময় ফরাসীদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.৫০ লক্ষ টাকা। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যবসায়ীরা তাদের কুঠীতে ছুটে যেতেন সুবিধাজনক শর্তে টাকা ধার নেবার জন্য। এই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা তাঁদের সম্পদ, সততা এবং শাসকশক্তির আনুকূল্য লাভের জন্য সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

ফতেচাঁদ, ১৭৪৪ সালে মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জগৎশেঠ মহতাব চাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপ চাঁদ এই একই অবস্থা বজায় রাখেন। এই পরিবার (House) সরকারী খাজনা আদায় করতেন, একই সাথে তাঁরা ছিলেন সরকারের কোষাধ্যক্ষ। মুর্শিদকুলি খাঁ 'মাল-জামিনি' প্রথা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় ইজারাদারগণ পুরাতন জমিদারদের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে জগৎ শেঠেরা এইসব ইজারাদারদের 'সিকিউরিটি' হিসাবে কাজ করেন। গোলাম হোসেনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে , জমিদাররা নবাবের কাছ থেকে খাজনার টাকা শেঠের কাছে জমা দেবার নির্দেশ পেতেন। তাঁরা নবাবের পক্ষে সব রকমের খাজনা ও অন্যান্য আদায় গ্রহণ করতেন। জগৎশেঠ এইসব জমিদারদের তাঁদের জমিদারী রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে টাকা ধার দিতেন। জগৎশেঠ এই নানা প্রকারের খাজনা ও প্রাপ্য আদায়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সিক্কার মূল্যে এইসব আদায়ীকৃত খাজনা ও প্রাপ্য নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষা, বাছাই ও ওজন প্রভৃতি কাজও করতেন। এই কাজের মজুরী স্বরূপ তাঁরা 'বাট্টা' ও 'কাচ্চা আমদানী' আদায় করতেন। এটা ছিল তাদের আয়ের উৎস। ইউনুস আলী জানিয়েছেন যে আর্থিক বৎসরের শুরুতে (পুণ্যাহ) বিগত বৎসরের খেলাপী বাবদ ছয় বা সাত লক্ষ টাকা থলে ভর্তি করে নবাবের সামনে রাখতে হ'ত। আমিল ও জমিদারদের রাজকর অনাদায়ী থাকলে খেলাপী করদাতাদের ও জমিদারগণের পক্ষে জগৎশেঠ নাজিম সরকারকে ঐ পরিমাণ টাকা জমা দেবার লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করতেন। এই প্রতিশ্রুতির পরিমাণের একটা অংশ 'পাউট' (Paut) হিসাবে জগৎ শেঠ নবাবকে দিতেন এবং তার এক-দশমাংশ জমিদারদের নিকট থেকে 'কমিশন' বা 'পাটোয়ান' পেতেন। 'দেওয়ানী' ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে এই ব্যবসা থেকে জগৎ শেঠেরা বঞ্চিত হলেন।

জগৎ শেঠদের আয়ের আর একটি উৎস ছিল টাকা বিনিময়ের ব্যবসা। তৎকালে প্রবর্তিত 'সিক্কা' মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্বে ছিলেন এই শেঠগণ। একবছর মেয়াদী 'সিক্কা মুদ্রা' বিনিময় করতেন ও প্রথম বছরে শতকরা তিন টাকা এবং পরবর্তী বৎসরে শতকরা ২ টাকা দস্তুরী পেতেন। এছাড়াও ঢাকা, পাটনা এবং পরবর্তীকালে কলকাতা টাকশালে যে সিক্কা প্রবর্তিত হয়েছিল সেটাও বিনা বাটায় বা বিনা দস্তুরীতে বিনিময় হ'তনা। এইভাবে টাকা বিনিময়ের ব্যবসায় এই পরিবারের প্রভূত আয় হ'ত।

জগৎশেঠ পরিবার যে শুধু দেশের ধাতব সম্পদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল তাই নয়, মাণিকচাঁদ শেঠকে নবাবের টাকশালের নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ বিদেশী কোম্পানীগুলিকে অন্যান্যদের কাছে বুলিয়ন বিক্রয়ে নিরুৎসাহিত করেন। শোনা যায় তাঁরা নবাবের কাছ থেকে

একটি নিষেধাজ্ঞা এই মর্মে পেতে সমর্থ হয়েছিলেন যে তাঁরা ভিন্ন অন্য কেউ রৌপ্য অথবা আর্কট মুদ্রা কিনতে বা সংগ্রহ করতে পারবেন না। (নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫১)

পলাশীর যুদ্ধের ফলে এই ব্যাঙ্কিং হাউসের উন্নতি থেমে যায়, যদিও এই যুদ্ধের পিছনে শেঠদের হাত ছিল। নবাব মীরকাশিমের আদেশে জগৎশেঠ মহতাব চাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপ চাঁদের আকস্মিক হত্যাকান্ডে এই 'হাউস' মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। মীরকাশিম বুলাকী দাসের পরিচালনায় 'ব্যাঙ্কিং হাউস' সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও তা রাজনৈতিক কারণে ব্যর্থ হয়। দেওয়ানী লাভের পরে এই প্রতিষ্ঠানের মারফত রাজস্ব আদায়ের সমাপ্তি ঘটে এবং 'ট্রেজারী' কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে 'জগৎশেঠেরা' আর কোম্পানীর ব্যাঙ্কার থাকেন না। তাঁদের সম্পদ সংগ্রহের উৎস বিনষ্ট হয় এবং টাকার বিনিময়ে লেনদেনের কারবার ছোট ছোট শরাফদের হাতে চলে যায়। তবে অষ্টাদশ শতকে মনোহর দাস দ্বারিকা দাসদের একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা মুর্শিদাবাদেও প্রসার লাভ করেছিল।

আজিমগঞ্জের বণিকেরা আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য এবং দেশীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ক্ষেত্রে সমগ্র বঙ্গদেশেই সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৭৭৪ সালে হাজারিমল দুধোরিয়া নামে একজন ব্যবসায়ী বিকানীর থেকে আজিমগঞ্জে আসেন এবং স্বদেশী কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর এই ব্যবসা চরম উন্নতি লাভ করে এবং তার সাথে তাঁরা কলকাতা, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর এবং ময়মনসিংহে শাখা পত্তন করে টাকা দাদনের কারবারও পরিচালনা করেন। ১৮৭৭ সাল নাগাদ তাঁদের এই ব্যাঙ্কিং ও টাকা দাদনের ব্যবসা বিশাল আকার ধারণ করে। পরবর্তীকালে এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিরাট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়।

আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

ঊনবিংশ শতকের উন্মেষকালে বিভিন্ন 'এজেন্সি হাউস' এবং যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক সৃষ্টি হলে এইসব দেশীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ীরা খুবই পিছিয়ে পড়েন। ১৯২৯-৩০ সালে ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটি লক্ষ্য করেছিল যে এইসব দেশীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি তখনও স্থানীয় মানুষের জন্য অর্থযোগানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। তাঁরা সাধারণত ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সাথে অন্যান্য পাইকারী ও খুচরা পণ্য সামগ্রীর ব্যবসাতেও যুক্ত ছিল।

বঙ্গদেশের কৃষক সম্পর্কে একথা যথাযথ ভাবেই বলা হয়ে থাকে যে, তারা ঋণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে,জীবনভর তার ঋণের পরিমাণ আরও বেড়ে যায় এবং আরও বেশী অসহায়ভাবে ঋণ রেখেই সে মারা যায়। [Some Report of the Bengal provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30, vol, II, P-74]। উক্ত কমিটির কাছে যে সকল সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও বিবরণ পেশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায় মুর্শিদাবাদের চাষীরা (১) স্থানীয় মহাজন,(২) ব্যবসায়ী,(৩) পেশাদার ঋণদাতা (কাবুলীওয়ালা সহ), (৪) জমিদার, (৫)সমবায় ঋণদান সমিতি সমূহ এবং (৬) এগ্রিকালচারিস্টস লোনস এ্যাক্ট অনুযায়ী 'টাকাভি লোন' প্রভৃতি উৎস থেকে ঋণগ্রহণ করতেন। তৎকালে বহরমপুরের সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টরের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী এই জেলার কৃষিঋণের পরিমান ছিল দুই কোটি টাকা। এর মধ্যে বন্ধকী ও অবন্ধকী কৃষিঋণের অনুপাত ছিল ৭০ ও ৩০ শতাংশ। সুদের হার অবস্থা, স্থান, উদ্দেশ্য এবং সম্পত্তি বন্ধকের পরিমাণ ও প্রকারের উপর নির্ভর করত। ঋণের পরিমাণ খুব বেশী এবং ভাল ধরণের সম্পত্তি বন্ধক দিলে সুদের হার সাধারণত কম হ'ত। স্থানীয় মহাজনেরা সাধারণত প্রতিমাসে টাকা প্রতি ২ থেকে ৩ পয়সা সুদ নিত। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে নিদারুণ কৃষি মন্দার কালে এই সুদের হার টাকা প্রতি মাসে 'এক আনা' (ছয় পয়সা) বেড়ে যায়। কান্দী কো-অপারেটিভ টাউন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সম্পাদকের বিবরণ থেকে জানা যায় ঐ সময়ে মহাজন প্রদত্ত ঋণের সুদ বছরে শতকরা ১৫০ থেকে ২৪৭ টাকা পর্যন্ত ছিল। আবদ্ধ সম্পত্তির প্রকৃতির ওপরে এই সুদের হার অনেকটা নির্ভর করত। মহাজনেরা সাধারণত জমি, গহনা এবং মাঠের ফসল বন্ধক নিতেন। চাষের মরসুমে কৃষকেরা যে ঋণ নিতেন সে ঋণ ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করতে হ'ত। সুদের হার ছিল মন প্রতি ২০ সের। কাবুলিওয়ালারা হস্তলিখিত খতের ভিত্তিতে যে ঋণ দিতেন তার ওপর হার ছিল টাকা প্রতি মাসে দু-আনা (বার পয়সা) অর্থাৎ ১৫০ শতাংশ।

সমবায় সমিতিগুলি যে ঋণ দাদন করত তার ওপরে সুদের হার ছিল বছরে ১২.৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত। ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটির বিবরণ থেকে জানা যায় কৃষিঋণের চাহিদা ছিল ক্রমবর্দ্ধমান। সমবায় সমিতির সদস্যদের মাথা পিছু গড় ঋণের পরিমাণ থেকে এই তথ্য প্রমাণিত হয়। ১৯২৮-২৯ সালে গ্রামীণ সমবায় সমিতির সদস্যদের গৃহীত কৃষিঋণের পরিমান গড়ে ১১১ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৩-৭৪ সালে ৫৫১ টাকায় দাঁড়ায়। এই ধরনের সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৩৫০৪ থেকে বেড়ে ৪৫০০০ এ দাঁড়ায়।

বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঃ

১৯৭৯ সালের গেজেটিয়ারের তথ্য অনুযায়ী সে সময় পর্যন্ত ২৭ টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা এ জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ৫ই জানুয়ারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া বহরমপুরে তার শাখা অফিস উদ্বোধন করে। স্টেট ব্যাঙ্কের জঙ্গীপুর শাখা ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৫৯, জিয়াগঞ্জ শাখা ১৮ই এপ্রিল ১৯৬০, ফরাক্কা শাখা ২০ শে

জানুয়ারী ১৯৬৫, মুর্শিদাবাদ শাখা ৩১ মার্চ ১৯৬৭, ঔরঙ্গাবাদ শাখা ২৭ শে এপ্রিল ১৯৭০, সালার শাখা ১০ ই নভেম্বর ১৯৭০ এবং উপশাখাগুলি খোলা হয় বহরমপুরে ২৯ শে এপ্রিল ১৯৭০, ডোমকলে ১৪ ই জানুয়ারী ১৯৭১, রাণীনগরে ১৭ ই জুলাই ১৯৭১ এবং নবগ্রামে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এ। গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রাণীনগরে ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে শাখা অফিস খোলে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, জলঙ্গী, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, হরিহরপাড়া, লালগোলা, কান্দী এবং নগরে বিভিন্ন শাখা অফিস রেখে ব্যাঙ্কিং কাজ করতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা বহরমপুর এবং ইসলামপুরে যথাক্রমে ৬ ই মার্চ ১৯৭১ এবং ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ এ শাখা খোলে। এলাহবাদ ব্যাঙ্ক প্রথমে কাশিমবাজার ও সাগরদীঘি শাখা খোলে যথাক্রমে ১৪ ই নভেম্বর ১৯৬৯ এবং ৩০ শে নভেম্বর ১৯৭০। ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া ২৩ শে আগস্ট ১৯৬৯ বহরমপুর শাখা এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ধুলিয়ানে ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ একটি শাখা খোলেন। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একটি মাত্র 'পে অফিস' ১৬ ই মার্চ ১৯৭০-এ লালগোলায় চালু হয়। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির গৃহীত আমানতের পরিমান দাঁড়ায় মোট ৭৩২ লক্ষ টাকা এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৮২ লক্ষ টাকা মাত্র।

সমবায় ব্যাঙ্ক ঃ

কৃষিঋণের একটি অংশ সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যোগান দেয়। আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪ টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল - বহরমপুর, কান্দী, জঙ্গীপুর এবং লালবাগে। ২৭ মে ১৯৭৩ এ এইগুলি সংযুক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড তৈরী হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালের তথ্য সারণী- ৯.১ থেকে এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে এরূপ একটা ধারণা পাওয়া যায় ঃ

সারণী- ৯.১

বিষয়	**১৯৭৩-৭৪**
১) সদস্য সংখ্যা	
(ক) ব্যক্তিগত	৯৪
(খ) সমিতি	৯৮০
২) কার্যকারী মূলধন (হাজার টাকায়)	১৬৫৩২
৩) ঋণদান (হাজার টাকায়)	৭৪৮২
৪) বকেয়া ঋণ (হাজার টাকায়)	১১৮২৫
৫) আমানত (হাজার টাকায়)	৩৫৩৪
৬) লাভ/লোকসান (হাজার টাকায়)	(+) ২৬

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের পূর্বনাম ছিল মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কটির এ জেলায় সূচনা ২৩-২-১৯৫৩। উদ্দেশ্য ছিল কৃষিতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ করা। কান্দী মহকুমা বাদ দিয়ে সমগ্র জেলা এই ব্যাঙ্কের কাজের এলাকা।

সর্বশেষ গেজেটিয়ার (১৯৭৯) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে ব্যাঙ্কটির পরিকাঠামো ও কার্যকারিতার তথ্য নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

সদস্য (ব্যক্তি)	১১৩৬ জন
কার্যকারী মূলধন	১,৫৮,০০০ টাকা
ঋণ দেওয়া হয়েছে	৩,১৪,০০০ টাকা
অপরিশোধিত ঋণ	১৩,১৪,০০০ টাকা

২০০১ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য সারণী- ৯.২ এ দেওয়া হ'ল ঃ

সারণী- ৯.২

বিষয়	**১৯৯৮-৯৯**	**১৯৯৯-২০০০**	**২০০০-২০০১**
সদস্য-ব্যক্তি	৭১৯৫	৭২০০	৭৬০১
সদস্য সমবায় সমিতি	৫	৫	৫
শেয়ার মূলধন	১৩৮.৮৫	১৫৫.৩৪	১৫০.২৯
রাজ্য সরকারের শেয়ার	১৯	১৯	৯৪
ডিপোজিট	২৬৯.৫০	৩৬৬.৯৫	৪৪৫.৭৫
কার্যকরী মূলধন	২১২৩.৭৮	২৮২৭.৭৫	৩৪৫৩.৫৫
গৃহীত ঋণ	১৬১২.৫৮	১৯২৫.৩৭	২২৬১.৫৭
প্রদত্ত ঋণ	৬৫০.৪১	৬৯১.৭৭	৪৯৯.৬৬
কৃষিক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ	৩৯০.২৪	৪৬৭.৪৭	৩১৭.৪৫
অকৃষিক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ	২৪৪.৭৮	২০৬.৬০	১৬০.৩৪
গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.৩৯	১৭.৭০	২১.৮৭

সূত্র ঃ মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ কোঃ অপঃ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

*টাকা লাখের হিসাবে

সারণী- ৯.৩

জেলার সমবায় ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন তথ্য

সমিতির ধরণ	বছর	সংখ্যা	সদস্য	কার্যকরী মূলধন (হাজার টাকায়)	অনাদায়ী ঋণ (হাজার টাকায়)
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক	১৯৯০-৯১	১	৮২২	১,২৬,৭৮৩	৪৬,৭৩৭
	১৯৯১-৯২	১	৮২২	১,৩৯,৭৫৪	৪৯,৮৫৮
	১৯৯২-৯৩	১	৮২২	১,৪৬,৯৪৪	৫০,৪০৩
	১৯৯৩-৯৪	১	৬৬৬	২,১৯,৩১৫	১৬,১০৩
	১৯৯৪-৯৫	১	৮৭২	২,৫৫,৪৫৬	১,৫০,২১৫
	১৯৯৫-৯৬	১	১০২৬	২,৮১,২১৬	৩১,২৮৫
	১৯৯৬-৯৭	১	১০২৯	৩,৩১,২২৬	৬৪,৮৯৫
	১৯৯৭-৯৮	১	১২১০	৩,৪৭,৯৭৬	১,৬৭,২৮৫
	১৯৯৮-৯৯	১	১৩৩২	৩,৫০,৬৭৫	১,৯৭,৫০৫
	১৯৯৯-০০	১	৩৮২	৭,৯৬,২০০	৪,৫০,০০০
প্রাইমারী ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক (কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক)	১৯৯০-৯১	২	১৬৮২৭	৭৯,৪১৮	৯,৭৮৪
	১৯৯১-৯২	২	১৬৮২৭	৭৯,৩৯১	৯,২৬৩
	১৯৯২-৯৩	২	১৬৮২৭	৭৮,১৫২	-
	১৯৯৩-৯৪	২	১৬,৮২৭	৮৫,২১৫	৭২,৭৭৮
	১৯৯৪-৯৫	২	৯৩১০	২,৫৫,৮০০	১,৬৯,২০০
	১৯৯৫-৯৬	২	১৯,৬৮৫	৯৮,৫২২	৮৬,২২৮
	১৯৯৬-৯৭	২	১৯,৮৮০	১,১৯,০২৫	৯৪,৫৪০
	১৯৯৭-৯৮	২	১৪,১২৬	২,০২,৮৮৪	১,১৫,২৪০
	১৯৯৮-৯৯	২	১৫,১৮১	২,৯৫,১৮৭	২,২১,৭৪৩
	১৯৯৯-০০	-	১৫,৬১৩	৩,৯১,৮৮০	২,২৬,৬৭৫
কৃষিঋণ সমিতি	১৯৯০-৯১	৪৮৫	১,৫২,০০০	৭৮,৫৭২	৪৬,২৩৬
	১৯৯১-৯২	৪৮৫	১,৫৯,০০০	৮৮,৬৫৬	৫৭,০৩৬
	১৯৯২-৯৩	৪৮৫	১,৬৯,০০০	৮৯,৯৮৬	৫৭,২৫৮
	১৯৯৩-৯৪	৪৮৯	১,৭৩,০০০	১,০১,৬০০	৬৮,০০০
	১৯৯৪-৯৫	৫০১	১,৩৫,৭৬১	১,২১,০০০	৭৪,৫০০
	১৯৯৫-৯৬	৪৯৪	২,৩৬,০০০	২১,১৭০	৭৮,৫২০
	১৯৯৬-৯৭	৪৯৫	২,৪৫,৩০০	৭১,৫৭৫	৯৮,০২৫
	১৯৯৭-৯৮	৪৯৩	২,৭৫,৫০০	২,০৮,২৩৬	১,২৭,২৭৫
	১৯৯৮-৯৯	৪৯৬	২,৭১,৪৮০	২,৮৮,১৫৬	১,৪১,২১৫
	১৯৯৯-০০	-	২,৬৩,৬৫৩	৩,৭৫,৮৪৪	২,২১,৫৩৪
অকৃষিঋণ সমিতি	১৯৯০-৯১	৯৬	২১,০০০	২০,৫৩৬	১৫,৫৩০
	১৯৯১-৯২	৯৬	২০,০০০	২০,৩৮৫	১৫,২০০
	১৯৯২-৯৩	৯৬	২০,০০০	২৩,৮৮৫	১৬,৮০০
	১৯৯৩-৯৪	৯৭	১৬,০০০	২০,১৫৮	১২,৪০৩
	১৯৯৪-৯৫	৯৬	৪,১১০	১৫,২১০	১৯,৭৭৫
	১৯৯৫-৯৬	১০৫	২২,৬০০	২৬,০৭২	১৮,৪০০
	১৯৯৬-৯৭	১৮৫	২৬,৭০০	৩৪,৫৭০	২৪,৪০০
	১৯৯৭-৯৮	২৮৭	৩৬,৭০৪	৯৩,৯৬৪	৬০,৭৮২
	১৯৯৮-৯৯	২৯৮	৩৮,২০৭	১,২১,৪১৭	৭৫,২৮৩
	১৯৯৯-০০	-	৪২,৬০৫	১,৩৬,৭২৮	৯১,১৯১

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক

মুর্শিদাবাদ জেলা মূলত কৃষি প্রধান। এ জেলার ৭০ শতাংশ মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের ওপর প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভরশীল। আধুনিককালে অর্থনীতি বললেই এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞের কথা মনে পড়ে। ব্যাঙ্ক, বীমা, পণ্য বিনিময় কেন্দ্র, অতিকায় উৎপাদন সংস্থাগুলি, অন্তর্বাণিজ্য, বর্হিবাণিজ্য সব মিলিয়ে এক এলাহি ব্যাপার। তার সঙ্গে যোগান দিতে চাই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাগুলি - অঢেল শক্তি, যাতায়াত, খবরাখবরের সুবন্দোবস্ত, উপকূল ঘিরে বন্দরের দাক্ষিণ্য। উপার্জন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ বৃদ্ধিতেই দেশের সমৃদ্ধি বাড়বে। আজকের পৃথিবীতে সে বৃদ্ধির বীজমন্ত্র হল নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন এবং অবাধ বাণিজ্য। দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আজ অস্বীকার করার অবকাশ নেই। সমাজ ও অর্থনীতির উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অবদান বিশাল ও প্রায় অপরিমেয়। কিন্তু, অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞান হলেও জড়বিজ্ঞান নয়। অর্থশাস্ত্রকে দেখতে হবে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অবদান মুর্শিদাবাদ জেলার মত মূলত গ্রামীণ পটভূমিতে ব্যক্তি মানুষের আশা, আকাঙ্খা, প্রাপ্তি, বঞ্চনার ধারণাকে কতদূর তৃপ্ত করতে পারে। খালি দেশ বা জাতির সামগ্রিক উন্নতি হলেই চলবে না। দেখতে হবে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ সে উন্নতির কতটা অংশ নিতে পারছে। আর যদি না পারে তা সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন কি প্রয়োজন হলে সে উন্নতি ব্যাহত করেও সেই না পাওয়া মানুষদের গ্রহণক্ষমতা, ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সাধারণ অর্থে আমরা ‘ব্যাঙ্কিং’ বলতে বুঝি দেশের মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করা ও অধিকতর লাভজনক শর্তে সেই সংগৃহীত আমানত দাদন করে মুনাফা অর্জন করা। এই বাণিজ্যিক সত্যকে মেনে নিয়ে বলা চলে ব্যাঙ্ক কোন খয়রাতি প্রতিষ্ঠান নয়।

কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে দায়িত্ব দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদের ব্যাঙ্কগুলো অনেকাংশেই পালন করে এসেছে এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থবিনিয়োগের সামাজিকীকরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই জেলার ব্যাঙ্ক ও অর্থবিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সজাগ একথা বলা চলে। জেলার প্রয়োজনে সর্বক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তা সত্ত্বেও কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, মৎস্যচাষ, রেশমশিল্প, ভূমি-উন্নয়ন, স্ব-নির্ভরতা প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ যোগানের অভাব রয়েছে। ক্ষেত্র ভিত্তিক সবিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করার প্রারম্ভে একথা বলা যায় এ জেলায় কৃষি-ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে আরো বেশী দায়িত্বশীল হতে হবে এই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নমুখী ঋণগ্রহীতাকে। সেক্ষেত্রে সময় মত ঋণ পরিশোধ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুন নতুন অর্থনৈতিক বিকাশ ক্ষেত্রে যদিও ব্যাঙ্কগুলো এ জেলাতে এগিয়ে এসেছে, তথাপি যেন মনে হয় গ্রামীণ পরিষেবার ক্ষেত্রে আজও তাদের কিছু অংশ ‘শহর-মুখী মন নিয়ে গ্রামীণ সেবায় ব্রতী’। একদিকে যেমন ঋণের প্রয়োজন ও যোগানের মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা করতে হবে অন্যদিকে ঋণ-গ্রহীতা, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাস্তরের কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে ও পারস্পরিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কার্যকারিতার গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল দাদন-আমানত অনুপাত। নব্বই দশকের শুরুতে দাদন-আমানত অনুপাত জাতীয় পর্যায়ে ছিল প্রায় ৬৩ শতাংশ। সে সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় এই অনুপাত ছিল চল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি। পরবর্তীকালে জেলায় দাদন-আমানত অনুপাত আরও কমে এবং ২০০২ সলের ৩১ শে মার্চ এই অনুপাত দাঁড়ায় ২৮.৯০ শতাংশ।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে হতাশাজনক কৃষি বিকাশের কারণ খতিয়ে দেখতে এবং এই পশ্চাদ্পদতা কাটিয়ে তোলার সুপারিশ করতে ১৯৮৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডঃ এস. আর. সেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরী করেছিল। কমিটি ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় শুধু স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ খাতে যে লক্ষ্য ধার্য করা উচিত ছিল তার থেকে অনেক কম ঋণ ধার্য হয়। সেন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৫০ শতাংশ জমিকে ব্যাঙ্ক ঋণের আওতায় আনতে হবে। অথচ জেলায় স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণের সুযোগ ৩-৪ শতাংশের বেশী জমিতে পৌঁছায় না।

১৯৮৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণকে অধিকতর সুসংহত ও বাস্তব সম্মত করতে সার্ভিস এরিয়ার ধারণা নিয়ে আসা হয়। জেলার প্রত্যেক শাখাকে ৮ টি থেকে ২০ টি পর্যন্ত রেভিনিউ মৌজা তার কাজের এলাকা হিসেবে বরাদ্দ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও পশ্চিমবঙ্গ অর্থবিনিয়োগ নিগমকে সমগ্র জেলা জুড়ে এবং সমবায় ব্যাঙ্ক-কে তাদের অনুমোদিত সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। সার্ভিস এরিয়া অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী ব্যাঙ্কের শাখা পর্যায়ের কর্মীরা তাদের সার্ভিস এলাকায় সমীক্ষা করে ঋণের প্রয়োজন নির্ধারণ করবেন এবং নিজ এলাকার জন্য সার্ভিস এরিয়া পরিকল্পনা তৈরী করবেন। এই সার্ভিস এরিয়া পরিকল্পনাগুলিকে জুড়ে জেলার ঋণ পরিকল্পনা তৈরী হবে।

১৯৯৬-৯৭ অর্থবর্ষ থেকে জেলাভিত্তিক আমানত-ঋণ অনুপাতের পরিবর্তনের চিত্র এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থবর্ষের ব্যাঙ্ক ভিত্তিক আমানত-ঋণ অনুপাতের চিত্র সারণী- ৯.৪ ও ৯.৫ এ দেওয়া হ’ল ঃ

সারণী- ৯.৪

জেলার আমানত-ঋণ অনুপাত

তারিখ	মোট	মোট আমানত (লক্ষ টাকায়)	মোট ঋণ(দাদন) (লক্ষ টাকায়)	অনুপাত
৩১-৩-১৯৯৬	২৩৩	৫১২৪৫.৫৯	২০২৯৮.৪৫	৩৯.৬১
৩১-৩-১৯৯৭	২৩৩	৬২৩৪১.৮৫	২৪১৫১.০৪	৩৮.৬৮
৩১-৩-১৯৯৮	২৩৩	৭৫৬৩১.২১	২৫৩৯১.৩৭	৩৩.৫৭
৩১-৩-২০০০	২৩৫	১০২৩৫৬.০০	৩১৯৭৫.৮০	৩১.২৩
৩১-৩-২০০১	২৩৭	১২৯৭২০.১৭	৪০০২৪.৭০	৩০.৮০
৩১-৩-২০০২	২৩৭	১৪৫৯৫১.৮৫	৪২১৯০.৪৯	২৮.৯০

সূত্র ঃ অগ্রণী জেলা প্রবন্ধক, মুর্শিদাবাদ

সারণী- ৯.৫

ব্যাঙ্ক ভিত্তিক আমানত-ঋণ অনুপাত

(৩১/০৩/২০০০)

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	শাখার সংখ্যা	আমানত (লক্ষ টাকায়)	ঋণ (লক্ষ টাকায়)	অনুপাত
১)	স্টেট ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া	৪০	২৫৯৮৯.০০	৮০১০.০০	৩০.৮২
২)	গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	২৭	৯৮০৮.০০	২৩০৫.০০	২৩.৫০
৩)	মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	৪০	৯৫৯২.০০	৩২৬০.০০	৩৪.০০
৪)	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৪৭	২৮০৬১.৯২	৪০৭২.৮১	১৪.৫১
৫)	এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	১৭	৬১২০.০০	১৭৮৬.৫৮	২৯.১৯
৬)	ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	১২	৫০৫৬.০১	৩২৪৫.০৪	৬৪.১৮
৭)	ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	১৫	৫৯১৩.২৬	১৮৫৬.২১	৩১.৩৯
৮)	জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক	১৩	৫০৬৯.২৩	৫৬৫২.০৭	১১১.৪৯
৯)	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কঅফ ইন্ডিয়া	২	২০০৩.০০	২৮০.০০	১৪.০০
১০)	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	৩	৩৩১.০০	১৬৩.০০	৪৯.০০
১১)	সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক	৫	১২৩৩.০০	৪০৬.০০	৩২.৯৩
১২)	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৪	৪৭৯.০০	১৩১.০০	২৮.১০
১৩)	দেনা ব্যাঙ্ক	১	৩৮১.০০	৯৭.০০	২৫.৪৫
১৪)	ইউঃ কমঃ ব্যাঙ্ক	৪	১৪৮৪.০০	২৯৫.০০	১৯.৮৭
১৫)	পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক	২	১৭৪.১৬	৬১.০৯	৩৫.০৭
১৬)	ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক	৩	৬৬১.০০	৩৩৫.০০	৫৩.৭১
	মোট	**২৩৫**	**১০২৩৫৬.০০**	**৩১৯৭৫.৮০**	**৩১.২৩**

সূত্র ঃ অগ্রণী জেলা প্রবন্ধক, মুর্শিদাবাদ

সারণী- ৯.৬

অনাদায়ী ঋণ (ল(টাকায়) ৩০-৬-৯৯ পর্যন্ত

ব্লকের নাম	বিষয়	মোট পরিমাণ	সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা	অন্যান্য সরকারী কর্মসূচী
বহরমপুর	অনাদায়ী ঋণ	১১২৫.৮৫	১৮৫.৯৫	৪৮.২৫	২৯.১৩
	ঋণ আদায়	৩২২.৪৪	৩১.৯৪	১৫.৭২	২৩.৭০
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	২৮.৬৪	১৭.১৭	৩২.৫৮	১৮.৩৫
	বকেয়া	৮০৩.৪১	১৫৪.০১	৩২.৫৩	১০৫.৪৩
বেলডাঙ্গা-১	অনাদায়ী ঋণ	২২৫.৩৩	৯১.২৯	১৪.০৬	৪.৩৪
	ঋণ আদায়	১১১.৩৫	১৪.২১	২.৭৭	০.৮৮
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৪৯.৪১	১৫.৫৬	১৯.৭০	২০.২৭
	বকেয়া	১১৩.৯৮	৭৭.০৮	১১.২৯	৩.৪৬
হরিহরপাড়া	অনাদায়ী ঋণ	৬২৫.৬৯	২৯২.৮৮	২৫.৯৯	৬২.২৩
	ঋণ আদায়	২৩৮.১৯	৬৭.৭৯	১০.৬৭	৫.১৪
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৮.০৬	২৩.১৪	৪১.০৫	৮.২৬
	বকেয়া	৩৮৭.৫০	২২৫.০৯	১৫.৩২	৫৭.০৯
নওদা	অনাদায়ী ঋণ	২৮০.৬৫	১২৬.০১	১১.১৩	৫৭.২৩
	ঋণ আদায়	১০৩.৫১	২৪.৭০	৩.০৫	৩.০৬
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৬.৮৮	১৯.৬০	২৭.৪০	৫.৩৪
	বকেয়া	১৭৭.১৪	১০১.৩১	৮.০৮	৫৪.১৭
ডোমকল	অনাদায়ী ঋণ	৩০৫.৩৭	১৬৮.৯৪	২২.৬৬	২৬.৪৩
	ঋণ আদায়	৯৯.১৮	১৬.২২	৭.৯৩	৩.৭৫
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩২.৪৭	৯.৬০	৩৪.৯৯	১৪.১৮
	বকেয়া	২০৬.১৯	১৫২.৭২	১৪.৭৩	২২.৬৮
জলঙ্গী	অনাদায়ী ঋণ	২৮৪.৮৭	১০৫.৩৫	৪.৮৮	২৩.১৪
	ঋণ আদায়	৯২.০৫	১৩.৮২	১.৩৩	২.৫৯
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩২.৩১	১৩.১১	২৭.২৫	১১.১৯
	বকেয়া	১৯২.৮২	৯১.৫৩	৩.৫৫	২০.৫৫
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	অনাদায়ী ঋণ	৫৬৩.৭০	৯৪.৬৭	৭০.৪১	৪৭.২৫
	ঋণ আদায়	২০১.০৫	১৮.৪৮	৯.২৬	৩.১৫
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৫.৬৬	১৯.৫২	১৩.১৫	৬.৬৬
	বকেয়া	৩৬২.৬৫	৭৬.১৯	৬১.১৫	৪৪.১০
ভগবানগোলা-১	অনাদায়ী ঋণ	১৩১.৭৩	১১৩.৮২	২.৩৬	৭.৫৫
	ঋণ আদায়	৫১.৯১	১৩.৯৯	০.৭৪	১.৭৪
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৯.৪০	১২.২৯	৩১.৩৫	২৩.০৪

মুর্শিদাবাদ

ব্লকের নাম	বিষয়	মোট পরিমাণ	সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা	অন্যান্য সরকারী কর্মসূচী
	বকেয়া	৭৯.৮২	৯৯.৮৩	১.৬২	৫.৮১
ভগবানগোলা-২	অনাদায়ী ঋণ	১৫০.৭৫	৭৫.৯৯	১২.৮৩	২৪.৩৬
	ঋণ আদায়	৪৮.৮৫	১২.৩৮	৪.৯৮	১.৪৪
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩২.৪০	১৬.২৯	৩৮.৮১	৫.৭৮
	বকেয়া	১০১.৯০	৬৩.৬১	৭.৮৫	২২.৯৫
রাণীনগর-২	অনাদায়ী ঋণ	২০৯.৫৭	১২৪.৮০	১.১৫	১৪.৯০
	ঋণ আদায়	৭২.৪৩	১৩.৯২	০.৫৯	০.৬১
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৪.৫৬	১১.১৫	৫১.৩০	৪.০৯
	বকেয়া	১৩৭.১৪	১১০.৮৮	০.৫৬	১৪.২৯
কান্দী	অনাদায়ী ঋণ	৪৫০.৩১	৯৮.৭০	২২.৪৬	২১.২৪
	ঋণ আদায়	১৮২.১৯	২০.৫৭	৮.২০	২.৫১
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৪০.৪৫	২০.৮৪	৩৬.৫০	১১.৮১
	বকেয়া	২৬৮.১২	৭৮.১৩	১৪.২৬	১৮.৭৩
ভরতপুর-১	অনাদায়ী ঋণ	২১১.৬১	৮০.৭২	৪.১৫	৬.৯৭
	ঋণ আদায়	১০৩.৮০	২৬.১৮	২.৭২	০.৭৮
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৪৯.০৫	৩২.৪৩	৬৫.৫৪	১১.১৯
	বকেয়া	১০৭.৮১	৫৪.৫৪	১.৪৩	৬.১৯
ভরতপুর-২	অনাদায়ী ঋণ	২৭৮.৬২	১৪১.১৪	২.৭৭	০.৮২
	ঋণ আদায়	১০২.৫৩	১৮.২১	০.৯১	০.০৪
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৬.৭৯	১২.৯০	৩২.৮৫	৪.৮৭
	বকেয়া	১৭৬.০৯	১২২.৯৩	১.৮৬	০.৭৮
খড়গ্রাম	অনাদায়ী ঋণ	৩২৯.৩০	১১৬.৮১	২০.৬৫	৬৩.৭৭
	ঋণ আদায়	৯৩.৩৮	১৪.৫৩	১.৯৪	৬.২৫
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	২৮.৩৫	১২.৪৩	৯.৩৯	৯.৮০
	বকেয়া	২৩৫.৯২	১০২.২৮	১৮.৭১	৫৭.৫২
বড়এ(া	অনাদায়ী ঋণ	২৪১.৫১	১৫৫.২২	৩.৬৭	৬২.২১
	ঋণ আদায়	১৩০.৮৯	২২.৮৩	১.৩১	৪.০২
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৮.৩২	১৪.৭০	৩৫.৬৯	৬.৪০
	বকেয়া	২১০.৬২	১৩২.৩৯	২.৩৬	৫৮.১৯
রঘুনাথগঞ্জ-১	অনাদায়ী ঋণ	৫৭০.০৭	৭৪.৯০	৬.০১	২৩.৫৭
	ঋণ আদায়	৯১.৩১	১৮.৫৮	৪.৯৪	২.৩২
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	১৬.০১	২৪.৮০	৮২.১৯	৯.৮৪
	বকেয়া	৪৭৮.৮৬	৫৩.৩২	১.০৭	২১.২৫

ব্লকের নাম	বিষয়	মোট পরিমাণ	সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা	অন্যান্য সরকারী কর্মসূচী
রঘুনাথগঞ্জ-২	অনাদায়ী ঋণ	১৩৮.০২	৭০.৯৪	১০.৬৩	৭.৭৭
	ঋণ আদায়	৬৯.২৭	১৩.৭৪	৭.৮০	০.৫৫
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৫০.১৮	১৯.৩৬	৭৩.৩৭	৭.০৭
	বকেয়া	৬৮.৭৫	৫৭.২০	২.৮৩	৭.২২
সুতি-১	অনাদায়ী ঋণ	১০১.৩২	৪৭.৬৮	১.৮৯	২.৪০
	ঋণ আদায়	৪৭.৫০	১০.০৭	০.৪৩	০.৮২
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৪৬.৮৮	২১.১২	২২.৭৫	৩৪.১৬
	বকেয়া	৫৩.৮২	৩৭.৬১	১.৪৬	১.৫৮
সুতি-২	অনাদায়ী ঋণ	১৮২.৩০	৪৬.৯৬	১১.২৩	৬.৬৭
	ঋণ আদায়	১১০.৩৫	৮.৬৯	৩.৫১	০.৭৭
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৬০.৫৩	১৮.৫০	৩১.২৫	১১.৫৪
	বকেয়া	৭১.৯৫	৩৮.২৭	৭.৭২	৫.৯০
সামশেরগঞ্জ	অনাদায়ী ঋণ	১২০.৯৫	৩৪.৫৫	১.২৩	২.৪৪
	ঋণ আদায়	৫৬.৬০	৬.৯৯	০.২৭	০.২১
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৪৬.৭৯	২০.২৩	২১.৯৫	৮.৬০
	বকেয়া	৬৪.৩৫	২৭.৫৬	০.৯৬	২.২৩
সাগরদীঘি	অনাদায়ী ঋণ	১৬৩.৮২	৮৭.০৩	৩.১২	২৬.৯৭
	ঋণ আদায়	৬০.০০	২০.৭৭	০.৭৫	১.৮২
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৬.৬২	২৩.৮৬	২৪.০৩	৬.৭৪
	বকেয়া	১০৩.৮২	৬৬.২৬	২.৩৭	২৫.১৫
ফরাক্কা	অনাদায়ী ঋণ	২০০.৫০	৯৬.২৯	৫.৪৪	৮.৮৮
	ঋণ আদায়	১৩৩.৯৯	২৩.৭০	২.৩১	১.৮১
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৬৬.৮২	২৪.৬১	৪২.৪৬	২০.৩৮
	বকেয়া	৬৬.৫১	৭২.৫৯	৩.১৩	৭.০৭
লালগোলা	অনাদায়ী ঋণ	১৩৭.৩৪	১০৩.০৯	১০.৫৯	৮.৬৮
	ঋণ আদায়	৬০.৪৯	১৯.২০	৫.৭৪	১.৩১
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৪৪.০৪	১৮.৬২	৫৪.২০	১৫.০৯
	বকেয়া	৭৬.৮৫	৮৩.৮৯	৪.৮৫	৭.৩৭
রাণীনগর-১	অনাদায়ী ঋণ	৫৭৯.৬০	১৮৯.০৩	৪৬.৫৮	২৭.১৩
	ঋণ আদায়	২৪১.৪৯	৩৬.৪৬	৮.৮৯	১.৮৭
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৪১.৬৬	১৯.২৮	১৯.০৮	৬.৮৯
	বকেয়া	৩৩৮.১১	১৫২.৫৭	৩৭.৬৯	২৫.২৬

ব্লকের নাম	বিষয়	মোট পরিমাণ	সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা	অন্যান্য সরকারী কর্মসূচী
মোট	অনাদায়ী ঋণ	৯১২১.৯৪	২৭২২.৭৬	৩৬৪.১৪	৬৬৬.০৮
	ঋণ আদায়	৩২৬৮.৩৪	৪৮৭.৯৭	১০৬.৭৬	৭১.১১
	ঋণ আদায়ের শতাংশ	৩৫.৮২	১৭.৯২	২৯.৩১	১০.৬৭
	বকেয়া	৫৮৫৩.৬০	২২৩৪.৭৯	২৫৭.৩৮	৫৯৪.৯৭

সূত্র ঃ অগ্রণী জেলা প্রবন্ধক, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের কার্যকারিতার সাম্প্রতিক তথ্য নিচের সারণীতে দেওয়া হ'ল

সারণী- ৯.৭

মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

আমানত ও ঋণদানের তথ্য

*টাকা লাখের হিসাবে

বিষয়	৩১-৩-৯৯	৩১-৩-০০	৩১-৩-০১
আমানত	৪২৯২.২০	৪৭৪৮.৫৭	৫০০১.২১
স্বল্প মেয়াদী শস্য ঋণ	১৮১৪.৮২	২১৫৫.৫৯	২০৭৩.২৮
ক্যাশ ক্রেডিট (তাঁত)	৭৯০.৩৪	৭৬৩.৯৬	৮৩৪.৮৩
ওয়ার্ক অর্ডার ঋণ	৬৮.৭০	৪৯.৬৬	৬৬.০১
ওভার ড্রাফট	--	--	৬.২৯
ইঞ্জিনীয়ারিং সমবায় ঋণ	৩.৬৯	২.০২	২.০২
মরসুমী ঋণ	৩০.৩১	৪২.১০	৪২.১০
মৎস্য চাষের ঋণ	১.৩৯	১.৩৮	১.৩৮
ক্যাশ ক্রেডিট (সমিতি)	--	--	৪৩.৭৬
ক্যাশ ক্রেডিট (ব্যক্তিগত)	৯.৪৩	১০.০৯	১২.১৪
মধ্য মেয়াদী ঋণ (কৃষি)	৩০.৫৫	৩৬.৪২	৪৯.৭৩
মধ্য মেয়াদী ঋণ	২২.৭৯	২২.৭৯	২২.৭৯
মধ্য মেয়াদী (কার্য)	৭৫.৩৩	১১০.০৮	১১৪.১৯
মধ্য মেয়াদী (কনজিউমার)	৭.৪৪	১০.২৮	১০.৩৮
মধ্য মেয়াদী (পরিবহণ)	৩২.৪৯	৩০.৩২	৩০.১০
মধ্য মেয়াদী (ই,সি,সি,এস)	৭৩৫.০০	৯১৪.৩৪	৯১৯.৯৬
মধ্য মেয়াদী (আর্বান কো-অপঃ)	৭.২৮	৯.৮৯	৯.৮৯
মধ্য মেয়াদী/গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ	৭৮.৫১	৭৮.২১	৭৮.২০
অন্যান্য	১৬৩.৬৩	২৩২.১৬	২১৩.৩৮
মোট	৩৮১১.৭০	৪৪৬৯.২৯	৪৫৩০.৩৮
অনুপাত	১০ ঃ ৯	২০ ঃ ১৯	১০ ঃ ৯

সূত্র ঃ অগ্রণী জেলা প্রবন্ধক, মুর্শিদাবাদ

সারণী- ৯.৮

জেলার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য

(৩১-৩-২০০০ পর্যন্ত)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	সমবায়		গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক	মোট
		জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক	কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক			
১)	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	১	২	২	১২	১৭
২)	ব্যাঙ্কের শাখা (মোট)	১৩	২	৬৭	১৫৫	২৩৭
	ক) গ্রামীণ শাখা	১১	-	৬৩	১১৬	১৯০
	খ) উপ-শহর শাখা	২	২	৪	৩৯	৪৭
৩)	শাখা প্রতি কর্মীর সংখ্যা	৬	৬	৪	৪	-
৪)	ঋণ প্রাপকের সংখ্যা (মোট)	-	-	-	-	-
৫)	শাখা পিছু ঋণ প্রাপকের সংখ্যা	-	-	-	-	-
৬)	শাখা প্রতি গড় জনসংখ্যা	-	-	১২০০	২৪০০০	-
৭)	শাখা প্রতি গড় গ্রাম সংখ্যা	১৬০	৪৮০	১৫	১২	-
৮)	২০০০ সালের ৩১শে মার্চে আমানতের পরিমাণ	৫০৬৯.২৩	৩৮৯.১৫	১৯৪০০.০০	৭৭৮৮৭.১৭	১০২৭৪৫.৫৫
৯)	শাখা প্রতি গড় আমানত	৩৮৯.৯৪	১৯৪.৫৮	২৮৯.৫৫	৫০২.৬৯	৪৩৩.৫২
১০)	আমানতের বৃদ্ধির পরিমাণ					
	ক)১৯৯৮হইতে ১৯৯৯	৩৬.৫ শতাংশ	-	২৩.৪ শতাংশ	১৩.৭ শতাংশ	-
	খ) ১৯৯৯ হইতে ২০০০	১৫.৭ শতাংশ	৩৩.৯শতাংশ	৩৩.৪শতাংশ	১৩.০ শতাংশ	১৬.৬ শতাংশ
১১)	মোট আদায়যোগ্য ঋণ (৩১-৩-২০০০)	৫৬৫২.০৭	২৬৬৬.৭৪	৫৫৬৫.০০	২০৭৫৮.৭৩	৩৪৬৪২.৫৪
১২)	আদায়যোগ্য ঋণের শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ					
	ক) ১৯৯৯/১৯৯৮	৩৫.৮	-	১৫.৪	৫.৬	১৩.৫
	খ) ২০০০/১৯৯৯	৩৩.৩	-	১৯.৭	৭.৭	২০.২
১৩)	মাথা পিছু হিসাবে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ (গড়)	-	-	-	-	-
১৪)	ব্যাঙ্কের শাখা পিছু আদায়যোগ্য ঋণ	৪৩৪.৭৭	১৩৩৩.৩৭	৮৩.০৫	১৩৩.৯৩	১৪৬.১৭
১৫)	মোট অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিঋণ (প্রদত্ত)	৯২.৯	৭১.৯	১৫.১	২৬.৩	৩৩.৮
১৬)	ঋণ ও আমানতের অনুপাত	১১১.৫	৬৮৫.৩	২৮.৭	২৬.৭	৩৩.৭
১৭)	আদায়যোগ্য ঋণের হিসাবে ঋণ আদায় -					
	ক) ৩০-৬-৯৭ (শতাংশ)	৭৮.২	৩৭.৮	২৯.৮	২৭.৬	-
	খ) ৩০-৬-৯৮ ,,	৭৯.৬	৫৫.২	৪০.০	২৮.৭	-
	গ) ৩০-৬-৯৯ ,,	৭৮.৫	৩৫.৩	৪৪.০	৩১.১	-

সূত্র ঃ অগ্রণী জেলা প্রবন্ধক, মুর্শিদাবাদ

সমবায়

ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ সমবায়ের সূচনা ১৯০৪ সালে। ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন সমবায় সমিতি গঠনের কথা বলেছিলেন। ঐ কালপর্বেই বেসরকারীভাবে উত্তরপ্রদেশে ডুপারনেকস, পাঞ্জাবে ম্যাকগালান এবং বঙ্গদেশে লায়ন সমবায় ঋণদান ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। সরকারী উদ্যোগে সমবায় সমিতি গঠন করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিস্তৃত সমীক্ষা ও সুপারিশ করার জন্য ভারত সরকার ১৯০১ সালে স্যার এডওয়ার্ড ল'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তদানীন্তন আইনসচিব স্যার ইবেটসন্ যে বিল আনেন তা 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস অ্যাক্ট, ১৯০৪' নামে পরিচিত। এই আইন সমবায় কৃষি ঋণকে আইনি বৈধতা দিলেও এই আইনে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল। সবচেয়ে বড় যে অসঙ্গতি ছিল তা হ'ল এই আইনে প্রাথমিক ঋণদান সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোনরকম সমবায় সমিতি গঠনের এমনকি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনেরও বিধান ছিল না। ১৯০৪ সালের আইনটির অসঙ্গতিগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে পাশ হয় 'দি কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ অ্যাক্ট, ১৯১২'। এই আইনে ঋণদান সমিতি ছাড়াও কেন্দ্রীয় সমিতি এবং অন্যান্য ধরনের সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা ছিল।

মুর্শিদাবাদের সমবায় আন্দোলন এই দুটি আইনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। সেই কালপর্বে জেলায় বেশ কিছু সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে যারা সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের কথাও উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ই.এম.হুইলার[১] এবং অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় জেলার সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

হুইলার সাহেব বহরমপুর শহরের আশে পাশে বেশ কয়েকটি গ্রামে অনেকগুলি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছিলেন । ১৯১১ সালে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক হিসাবে কৃষ্ণনাথ কলেজে যোগ দিলে হুইলার সাহেব তাঁকেও সমবায় আন্দোলনে যুক্ত করে নেন। সমবায় আন্দোলনে যুক্ত থাকার সুবাদেই ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে বাংলা প্রশ্নাবলীর সাহায্যে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেছিলেন শ্রী মুখোপাধ্যায়। সমাজ গবেষণায় সমীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারেন।[২]

প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার সমবায় সমিতিগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'ত নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে। নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে তখন একটিই রেঞ্জ ছিল। এখন দুটি জেলাতে দুটি পৃথক রেঞ্জ তৈরী হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সমবায় সমিতি সমূহ দেখার দায়িত্বে রয়েছেন সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক (অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব্ কো-অপারেটিভ সোসাইটিস)। তাঁকে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন সমবায় উন্নয়ন আধিকারিকেরা। ব্লক স্তরে রয়েছেন সমবায় পরিদর্শকেরা। সমবায় পরিদর্শকেরা নতুন সমিতি তৈরীর উদ্যোগ নেন, সমিতি তৈরী করেন এবং তৈরী সমিতিগুলোর দেখভাল করেন। সরকারী সুযোগ সুবিধা সমিতিগুলোর মাধ্যমে তার সদস্যের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছাচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব এই সমবায় পরিদর্শকদের। সমবায় সমিতিগুলোর নিরীক্ষণের (অডিট) দায়িত্বে রয়েছেন সমবায় নিরীক্ষকেরা। জেলায় রয়েছে ডেপুটি ডাইরেক্টর অব্ কো-অপারেটিভ অডিট এর অফিস। ব্লকে রয়েছেন সমবায় নিরীক্ষকেরা (অডিটর)। এঁরা জেলার সমস্ত সমবায় সমিতিগুলোর হিসাব নিরীক্ষণ করে থাকেন।

আগে মূলত কৃষিঋণ দাদনই ছিল সমবায় সমিতিগুলোর একমাত্র কাজ। যদিও ১৯১২ সালের সমবায় আইনে অ-ঋণদান সমিতি গঠনের বিধান ছিল তবুও এ জেলায় সেই কালপর্বে অকৃষি ঋণদান সমিতি বেশী ছিল না। এখন অবশ্য সমবায় চিন্তার প্রসার ঘটার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতি গঠিত হচ্ছে। কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি, ক্রেতা সমবায় সমিতির পাশাপাশি শিল্প সমবায় সমিতি, মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি, তন্তুবায় সমবায় সমিতি, দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি, ফেরী সমবায় সমিতি, বিপণন সমবায় সমিতি, সরবরাহ সমবায় সমিতি, তথ্যপ্রযুক্তি সমবায় সমিতি, কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি, আবাসন সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি, ইলেকট্রনিক্স সমবায় সমিতি, ইঞ্জিনীয়ার্স সমবায় সমিতি, শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি নানা ধরণের সমবায় সমিতি আমাদের জেলায় রয়েছে। এমনকি একটি সর্পউদ্যান সমবায় সমিতিও রয়েছে আমাদের জেলায়। সমবায় বিষয়ক ভাবনা চিন্তার প্রসারের জন্য বর্তমানে জেলায় অচিরাচরিত সমবায় সমিতি গঠনের জোয়ার এসেছে।

আগে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সমিতির ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা না করেই এলোপাথাড়ী ভাবে সমবায় সমিতি গঠিত হয়ে থাকায় অনেক সমিতির এলাকা ছিল খুব ছোট। আর সে কারণেই সমিতিগুলো ছিল আর্থিক ভাবে দুর্বল। পরবর্তীকালে ভায়াবিলিটি প্রোগ্রামে অনেক পাশাপাশি ছোট সমিতিকে একত্রে একটি সমিতির রূপ দেওয়ায় সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক বুনিয়াদ পাকাপোক্ত হয়েছে। ১৯৫১ সালের জনগণনার সময়কালীন তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সালে জেলায় মোট ৮৫৮ টি

সমবায় সমিতি ছিল[৩]। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল ৪টি। এগুলি ছিল বহরমপুর, কান্দী, জঙ্গীপুর ও লালবাগে। ঐ সময়ে কৃষি সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫,৬২৯ অর্থাৎ সমিতি পিছু সদস্য সংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে ১৯জন। এর থেকে বোঝা শক্ত নয় যে সমিতিগুলো ছিল খুবই ছোট ছোট এবং তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ছিল খুব দুর্বল। অকৃষি সমবায় সমিতিগুলোর অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। ১৩টি এরকম সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৮০ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সমিতি পিছু সদস্য সংখ্যা১১৯৮জন। ঐ কালপর্বে সমবায় সমিতিগুলোর সম্মিলিত কার্যকরী মূলধন ছিল ২৫,৬০,১০৮ টাকা। সমিতিগুলো সব মিলিয়ে ঋণদান করেছিল ১৫,০৬,৮৯৩ টাকা।

১৯৬১ সালের জনগণনার তথ্য অনুয়ারী ১৯৬০-৬১ সালে জেলায় মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১,০৭৪টি, এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ১টি, কৃষি সমবায় সমিতি ৯৬০টি এবং অকৃষি সমবায় সমিতি ১১৩টি[৪]। সমিতিগুলির ঋণদাদনের পরিমাণ ছিল ১৫,৫৪,৫৪৬ টাকা। ঐ সূত্র অনুযায়ী কৃষিঋণ সমিতিগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪,৪২৫ জন অর্থাৎ সমিতি পিছু গড় সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৬ জন। অন্যদিকে অকৃষি সমবায় সমিতিগুলোর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৮,৫১৭ জন এবং সমিতি পিছু গড় সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৫।

১৯৫১-৫২ সালে নতুন সমিতি নিবন্ধীকৃত হয়েছিল ৯টি যার মধ্যে ৭টি ছিল কৃষি সমবায় সমিতি আর দুটি ছিল অকৃষি সমবায় সমিতি। ১৯৬০-৬১ সালে নিবন্ধীকৃত হওয়া ১১৮টি সমবায় সমিতির মধ্যে কৃষি সমবায় সমিতি ও অকৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৫টি ও ২৩টি।

১৯৭৯ সালের জেলাগেজেটিয়ারের তথ্য অনুয়ারী ১৯৬৯-৭০সালে জেলার কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৭৫৩। ১৯৭০ সালে সমিতির সংখ্যা কমে দাড়ায় ৬৪৮-এ। ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ এ এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৯৮, ৫৩৭ এবং ৫২৮-এ। বলাবাহুল্য সমিতিগুলোর আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সমিতিএলাকার পুনর্বিন্যাসই সমিতির সংখ্যা কমে যাবার প্রধান কারণ।

১৯৬৯-৭০ সালে ৭৫৩টি কৃষি ঋণদান সমিতি তার সদস্যদের দাদন দিয়েছিল ৭২,৪৫,০০০ টাকা অন্যদিকে ১৯৭৩-৭৪সালে ৫২৮টি সমিতি ঋণ দাদন করেছিল ৭৫,৭০,০০০ টাকা। ১৯৭৩ সালের ২৭শে মে জেলার চারটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একীভূত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড গঠন করে এবং তারপর থেকেই মূলত কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ দাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস অর্থাৎ মহাজনী কারবারী বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নেওয়া কৃষি ঋণের অনুপাত ছিল ৬৭ শতাংশ যা ১৯৯৭-৯৮ সালে নেমে এসেছে ১৪.৩ শতাংশে[৫]। বলাবাহুল্য মুর্শিদাবাদ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ জেলায় এখন মোট ১৮৯৩ টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি ৪৬৭টি, কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি ২৫০ টি, ইঞ্জিনীয়ারস্ সমবায় সমিতি ৮৬টি, শ্রমিক সমবায় সমিতি ৮৯টি, আবাসন সমবায় সমিতি ৮৪ টি, দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি ৮৭৬ টি, মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ৮৮ টি, ক্রেতা সমবায় সমিতি ৩৬ টি, বিপণন সমবায় সমিতি ২১টি, তন্তুবায় সমবায় সমিতি ১৮৯টি, শিল্প সমবায় সমিতি ৩০টি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি রয়েছে ৭৭ টি,।

২০০১ সালের সমবায় সেন্সাসের তথ্যানুযায়ী ৪৬৭টি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৫,৩৩৬, যার মধ্যে সার্বজনীন সদস্য ৬৫২৩৪ জন। ২০০১ সালের জনগণনার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী মুর্শিদাবাদের মোট জনসংখ্যা ৫৮,৬৩,৭১৭ জন। জেলার কৃষিজীবির মোট সংখ্যা ৩,৬৯,৮৮৯ জন অর্থাৎ প্রতি ৩.৮৭ কৃষকের মধ্যে একজন কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য। বিভাগীয় লক্ষ্য জেলার প্রতিটি কৃষককে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সদস্যভুক্ত করা যাতে সকল কৃষকই সমবায়ের সুবিধা লাভ করতে পারে। (সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি সমূহের শীর্ষ সমিতি মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্যের জন্য কৃষি ও সেচ অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের ৩৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

জেলায় কৃষির যে লক্ষণীয় উন্নতি তার পিছনে কৃষিবিভাগের পাশাপাশি এই কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা অপরিসীম। এরা একদিকে যেমন কৃষিঋণ-দাদনের মাধ্যমে কৃষককে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন জোগায় তেমনি কৃষককে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য সরবরাহ করে চাষীকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে। এমনকি কৃষিজ পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রেও সমবায় সমিতিগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকেই জেলায় বেশ কিছু বেসরকারী সঞ্চয় সংস্থা তাদের ব্যবসা প্রসারিত করে। গ্রামে গঞ্জে শাখা খুলে বেশী সুদের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে একদিন হঠাৎ তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। ফলে গ্রামের বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হন। সাধারণ মানুষদের এইসব প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু নির্বাচিত কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিকে আমানত সংগ্রহের কাজে লাগানো হয়। 'পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী' র ১৯৮৭ এর ৮০

নম্বর নিয়মানুযায়ী শীর্ষ সমিতি হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এই আমানত সংগ্রহের অনুমতি দেবার অধিকারী। বর্তমানে জেলায় ৮০টি কৃষি উন্নয়ন সমিতি আমানত সংগ্রহের কাছে নিযুক্ত আছে। স্থানীয় এলাকায় এদের সংগৃহীত আমানত সেই এলাকার উন্নয়নের জন্য ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। যাতে দ্বিবিধ সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই মূলধন অন্যত্র পরিকাঠামো সৃষ্টির কাজে লাগে। এক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই বললেই চলে আর দ্বিতীয়ত টাকায় সুদও পাওয়া যায় বেশি। বিগত তিনটি আর্থিক বৎসরের শেষে কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলির সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল এই রকম -

আর্থিক বৎসর	সংগৃহীত আমানত
২০০০-০১	২৪,৪৮,৭৭,০০০/-
২০০১-০২	৩১,২৪,৯৩,০০০/-
২০০২-০৩	৩৭,৪১,৬৭,০০০/-

কৃষি ঋণ দাদন ছাড়াও এই সমিতিগুলো বর্তমানে কৃষি সহায়ক কাজে বা অকৃষি কাজেও ঋণ দিয়ে থাকে। বর্তমানে সমাজের দরিদ্র মানুষদের নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও তাদের ঋণ দিয়ে জীবনের মানোন্নয়নের ও পরিকাঠামো উন্নয়নের বৃহত্তর কাজে সমিতিগুলো যুক্ত হয়েছে। এ কাজে সমিতির অগ্রগতির চিত্র সারণী -৯.৯ দেখলে পরিষ্কার হবে।

বর্তমানে কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা চালু করেছে। আমানত সংগ্রহকারী সমিতিগুলো তাদের সদস্যদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে থাকে। বিগত তিনটি আর্থিক বৎসরে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেবার পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ।

আর্থিক বৎসর	**প্রদত্ত কার্ডের সংখ্যা**
২০০০-০১	৪৮১
২০০১-০২	৬১৬৯
২০০২-০৩	১১৬৮৫

জেলার শীর্ষ সমিতি হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যেমন মূলত স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ দিয়ে চাষীদের মূলধন যোগান দিয়েছে তেমনি সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা এ.আর.ডি.বি. (পূর্বতন এল.ডি.বি. বা ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক)-র ভূমিকাও অপরিসীম। এরা দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দিয়ে কৃষকদের স্যালো, মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসাতে সাহায্য ক'রে যেমন পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটিয়েছে তেমনি পাওয়ার টিলার, ট্রাকটার, লরী কিনতে ঋণ দিয়েও কৃষির উন্নয়নে সহয়তা করেছে। (বিস্তৃত বিবরণীর এই অধ্যায়ের ৩৪১ পৃষ্ঠা দেখুন।) জেলার বিভাগীয় আধিকারিকবৃন্দ, শীর্ষ সমিতি, সর্বোপরি প্রাথমিক সমিতি সমূহের কর্তাব্যক্তিদের অক্লান্ত চেষ্টায় জেলার বাইরেও জেলার সমিতিগুলির নাম ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে এ জেলার 'নাইত বৈদড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

সারণী - ৯.৯
স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও সমবায় ঃ অগ্রগতির চিত্র
(টাকা লাখের হিসাবে)

আর্থিক বৎসর	**স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী তৈরীর কাজে নিযুক্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা**	**স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা**	**তপসিলী জাতিভুক্ত সদস্য সংখ্যা**	**তপসিলী উপজাতিভুক্ত সদস্য সংখ্যা**	**মহিলা সদস্য সংখ্যা**	**স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মোট সদস্য সংখ্যা**	**স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর গচ্ছিত আমানত**	**স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে দেওয়া ঋণের পরিমাণ**	**ঋণপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর সংখ্যা**
২০০০-০১	৫৫	২৭৮	৫৮২	৫০	১৬৭১	২৩৭৬	১০.২০	৯.৯৪	২৪
২০০১-০২	১৫৮	১১৯৮	২১৫৫	১৪০	৭২৫৪	১০১৬৭	৩৯.৩৩	৩৭.৫৫	২৯২
২০০২-০৩	১৬৫	২১৮৬	৩৭৮৭	৫৩১	১৪১৬২	১৯৭০১	৮৮.৪০	১২০	১২২৩

সূত্র ঃ সমবায় সমিতি সমুহের সহ নিবন্ধক, মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ

লিমিটেড' সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০০১-০২ সালে চুনাখালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এই ঘটনাগুলো জেলায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির পরিচায়ক।

জেলার ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলোও যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। শীর্ষ সমবায় সমিতি মুর্শিদাবাদ হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬০ সালের ৪ঠা মার্চ। এই শীর্ষ সমিতির নেতৃত্বে ৩৬টি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করে চলেছে। শীর্ষ সমিতিটি জেলার সাধারণ মানুষদের কাছে 'সমবায়িকা' নামেই পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হয়েছিল ভাড়া বাড়ীতে এবং লালদীঘির উত্তর পাড়ে পূর্ত দপ্তরের ভাড়া করা গুদাম নিয়ে। আজ নিজস্ব দক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসা নানা দিকে প্রসারিত করেছে। নানা রকম নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, কাপড়-চোপড়, মনোহারী দ্রব্য, ঔষধপত্র, অফিস-স্টেশনার্স প্রভৃতির বিপণনে এই সংস্থা তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। বিগত শতকের ৭০ এর দশকে দরিদ্র মানুষদের কাছে জনতা শাড়ী ধুতি ও অন্যান্য স্বল্পমূল্যের বস্ত্র সরবরাহে এই শীর্ষ সমিতি ও তার সদস্য প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলি অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। নব্বই-এর দশকে এই সংস্থা চালু করে স্বয়ংসেবা প্রকল্প (সেল্ফসার্ভিস কাউন্টার) এবং এ যাবৎ এটিই জেলার একমাত্র স্বয়ংসেবা প্রকল্প। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সমবায়িকা 'ইনডেন' রান্নার গ্যাসের এজেন্সী পায় এবং এই এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সংস্থাটি সাফল্যের সঙ্গে গণবন্টন (পি.ডি.এস.) ব্যবস্থার কাজও করে আসছে। জেলার ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলো কোন অর্থেই আজ আর পিছিয়ে নেই।

জেলার দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিগুলোর শীর্ষ সমিতি হিসাবে কাজ করছে 'দি ভাগীরথী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসারস্ ইউনিয়ন লিমিটেড।' এটি জেলার একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। ভারত সরকারের অপারেশন ফ্লাড প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ও নিয়মানুযায়ী ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে এই সংস্থাটির জন্ম হয়। ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মূলত বেলডাঙ্গা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘিরে সংস্থাটির কাজকর্ম শুরু হয়। পরবর্তীকালে সারা জেলা জুড়েই সংস্থাটির কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়ে। মূলত 'ভাগীরথী' নামে পরিচিত জেলার এই দুগ্ধ উৎপাদক সংস্থাটি শুধুমাত্র গ্রামীণ উৎপাদকদের কাছে দুধ কিনে তাদের মহাজন ফড়েদের হাত থেকে বাঁচায় তা নয় এরা নানা রকম বৃহত্তর কর্মকাণ্ডেও জড়িত। দুগ্ধ উৎপাদক সংঘ তার অধীনস্থ প্রাথমিক সমিতিগুলোর মাধ্যমে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা, সুষম গোখাদ্যের যোগান, সবুজ গোখাদ্যের বীজ সরবরাহ, কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচী কার্যকর করে ও প্রাণীসম্পদের বিকাশে সাহায্য করে। ১৯৮৩ সালের ৬ই জুন রাজ্য সমবায় মহাসংঘ নিবন্ধীকৃত হয়। লক্ষ্য ছিল গুজরাটের 'আনন্দ'-এর অনুসরণে এ রাজ্যেও নিবিড় দুগ্ধ উৎপাদন ও তার সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করা। 'ভাগীরথী'-ও এই কর্মকাণ্ডে সামিল হয় ও তার পরিকাঠামোর মাধ্যমে সরকারী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ২০০২ এর মার্চের এক হিসাবে জানা যায় যে জেলায় প্রতিদিন মোট ৪,৮২,৯০২ কে.জি. দুধ উৎপাদিত হয় যার মধ্যে উদ্বৃত্ত দুধের পরিমাণ ৩,৬২,১৭৭ কে.জি.।

'ভাগীরথী' তার অধীনস্থ প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদক সমিতিগুলির মাধ্যমে প্রতিদিন ৬৪,০০০ সদস্য পরিবার এবং ৫০,০০০ অসদস্য পরিবার, মোট ১,১৪,০০০ পরিবার থেকে দুধ সংগ্রহ করে। এই পরিবারগুলির অধিকাংশই দারিদ্ররেখার নীচে অবস্থিত পরিবার। এই সমস্ত পরিবারগুলি মিলিত ভাবে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকা দুধের দাম হিসাবে পেয়ে থাকে।

ভাগীরথী দুগ্ধ সংঘের নিজস্ব ডেয়ারি প্ল্যান্টটি প্রতিদিন ৬০,০০০ লিটার উৎপাদনে সক্ষম ছিল। জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার (ডি.আর.ডি.এ.) আর্থিক সহায়তায় এই ফিডার ডেয়ারিটির ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে এটি এখন প্রতিদিন ১,৫০,০০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ফিডার ডেয়ারিতে পরিণত হয়েছে। এখানে রয়েছে ১০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ফীড প্ল্যান্ট ও লিকুইড নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট। পশুদের নিয়মিত টীকাকরণ ও হিমায়িত গোবীজের দ্বারা প্রজননের মাধ্যমে পশুদের স্বাস্থ্যরক্ষায়ও এই সংঘের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

১৯৭৪ সালে যখন ভাগীরথী যাত্রা শুরু করে তখন মাত্র ৪০টি প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি জেলায় কাজ করত, সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭৪৮ জন। ১৯৮০-৮১ সালে প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি ছিল ২১৪টি যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৮৯৭ জন। ৩১শে মার্চ, ২০০৩ এর হিসাব অনুয়ারী ঐ সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ৪৭৬ এবং ৪৬,৮২২ জন। বর্তমানে জেলার ২০টি ব্লকে ভাগীরথীর কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়েছে। ২০০১-০২ আর্থিক বৎসরে এই দুগ্ধ ইউনিয়নটি রাজ্যে 'সমস্ত দুগ্ধ ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং পুরস্কৃত হয়।

সারণী - ৯.১০

ভাগীরথী মিল্ক ইউনিয়নঃ অগ্রগতির চিত্র (১৯৭৪-২০০৩)

বিষয়	১৯৭৪-৭৫	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩
১। সংগঠিত দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সংখ্যা	৪০	২১৪	২৯৩	২৯১	৩৭৫	৪৫৯	৪৬২	৪৭৬
২। চালু দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সংখ্যা	৪০	১৫১	১৮৪	১৬৫	২৯৬	৩৫৭	৩৬৬	৩৭৭
৩। সংগঠিত মহিলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সংখ্যা	-	-	-	-	অপ্রাপ্ত	৫৩	৫৪	৫৯
৪। চালু মহিলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সংখ্যা	-	-	-	-	অপ্রাপ্ত	৪৬	৪৬	৫২
৫। সদস্য সংখ্যা	১৭৪৮	৯৮৯৭	১৬৮২১	১৬৫১০	২৮১২১	৪০৩৬৫	৪১৩২৬	৪৬৮২২
৬। মহিলা সদস্য সংখ্যা	২৬	৯৮৭	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	৩০২১	৪২০১	৪৫৩৬	৬০৬২
৭। দৈনিক দুগ্ধ সংগ্রহের গড় পরিমাণ (কেজি)	১২০০	১৩০০০	১০২০০	১৬৭৭০	৫৫০৯০	৬০৫০০	৭৯৪০০	৯৭১০০
৮। দৈনিক দুগ্ধ বিক্রয়ের গড় পরিমাণ (লিটার) *	অপ্রাপ্ত	৪২০	৪৬৫	১৬০০	২৩৯০	৫৭৬০০	৭৬৭০০	৯৪৫০০
৯। মাসিক ঘি বিক্রয়ের গড় পরিমাণ (কেজি)	-	৭৬৫	৮১০	১৩৮৫	৪৬১৭	৬৪১৮	৫৮২৯	৬৭১৮
১০। মাসিক পনির বিক্রয়ের গড় পরিমাণ (কেজি)	-	-	-	-	-	৮৩৮৬	১০৪৬২	১২৫৯৯
১১। কৃত্রিম প্রজননের বার্ষিক সংখ্যা	-	১২৬৫৯	১৭৭৫৪	৮৮৭৯	৩৩৬৫৮	৮৩৬৩০	৭৯৩৫০	৯৬২৮৭
১২। টীকা দেওয়ার বার্ষিক সংখ্যা	২৫০	৮৫৬৪	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	৫৯৩৯০	৬৮১০৮	৭৬৬৭৭
১৩। মাসিক গো-খাদ্য বিক্রয় (মেঃ টন)	-	৩৫	৩৩.৩৩	৭৩.৬৬	২৩৪.২৫	৪০৩	৪০৮	৪৫৫
১৪। বার্ষিক গো-খাদ্য বীজ০.৩৫ সরবরাহ (মেঃ টন)	৪.০০	অপ্রাপ্ত	৫.৮৫	৩৭.২	১০৩.৯	৬৪.৪	৭৩.৫৬	
১৫। কর্মী সংখ্যা	১৪	১১৬	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	১৪৩	১৪৩

---

* দৈনিক দুগ্ধ বিক্রয় টোনড্ এবং বাল্ক একত্রে দেওয়া আছে।

সূত্র ঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, দি ভাগীরথী কোঃ অপঃ মিল্ক প্রডিউসারস্ ইউনিয়ন লিমিটেড, বহরমপুর।

সারণী- ৯.১১

ব্লক ভিত্তিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি

ত্র(মিকনং	ব্লক	দুগ্ধ সমবায় সমিতি		মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতি	
		সংগঠিত	কার্যকরী	সংগঠিত	কার্যকরী
১)	ফরাক্কা	০	০	০	০
২)	সামশেরগঞ্জ	০	০	০	০
৩)	সুতি-১	০	০	০	০
৪)	সুতি-২	০	০	০	০
৫)	রঘুনাথগঞ্জ-১	৩	০	০	০
৬)	রঘুনাথগঞ্জ-২	০	০	০	০
৭)	সাগরদীঘি	১৫	১১	২	১
৮)	লালগোলা	৯	৫	২	১
৯)	ভগবানগোলা-১	৭	৫	১	১
১০)	ভগবানগোলা-২	২	১	০	০
১১)	রাণীনগর-১	৭	৭	০	০
১২)	রাণীনগর-২	৮	৭	৬	৬
১৩)	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	১৫	১১	২	২
১৪)	নবগ্রাম	৩৩	৩০	১	১
১৫)	খড়গ্রাম	৫২	৩২	২	২
১৬)	বড়এ(া	৩৫	১৯	৩	২
১৭)	কান্দী	৪৬	৩৯	৩	২
১৮)	ভরতপুর-১	২৯	২৪	২	২
১৯)	ভরতপুর-২	১১	৫	০	০
২০)	বেলডাঙ্গা-১	৩১	২৮	৩	৩
২১)	বেলডাঙ্গা-২	৬৮	৬৪	৪	৪
২২)	নওদা	২১	১৮	৪	৪
২৩)	বহরমপুর	২৪	১৮	৩	৩
২৪)	হরিহরপাড়া	৩৪	৩১	৯	৮
২৫)	ডোমকল	২২	১৮	৮	৭
২৬)	জলঙ্গী	৪	৪	৪	৪
	মোট	**৪৭৬**	**৩৭৭**	**৫৯**	**৫২**

সূত্র ঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, দি ভাগীরথী কোঃ অপঃ মিল্ক প্রডিউসারস ইউনিয়ন লিমিটেড, বহরমপুর

সারণী- ৯.১২

সমবায় সমিতির নিবন্ধন (১৯৫১-২০০৩)

বিষয়	**১৯৫১-৫২**	**১৯৫৫-৫৬**	**১৯৬০-৬১**	**১৯৯৮-৯৯**	**১৯৯৯-০০**	**২০০০-০১**	**২০০১-০২**	**২০০২-০৩**
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক	-	-	-	-	-	-	-	-
কৃষি উন্নয়ণ সমবায় সমিতি	৭	১০	৯৫	-	১	-	৫	-
অকৃষি সমবায় সমিতি	২	৪১	২৩	১৬	৩৯	১৬	২০	১৫

সূত্র ঃ সমবায় সমিতি সমূহের নিবন্ধক, মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ

সারণী-৯.১৩

একনজরে জেলার সমবায় সমিতিসমূহ

ব্লক / সার্কেল	কৃষি উন্নয়ন সঃ সমিতি	কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি	আরবান ত্রে(ডিট/ মহিলা ত্রে(ডিট	সরবরাহ সমবায় সমিতি	আবাসন সমবায় সমিতি	বিপণন সমবায় সমিতি	এফ.এস. সি.এস.	ত্রে(তা সমবায় সমিতি	ফেরি সমবায় সমিতি	ইঞ্জিনীয়ার সমবায় সমিতি	শ্রমিক সমবায় সমিতি	সেচ সমবায় সমিতি	পরিবহণ সমবায় সমিতি	তন্তুবায় সমবায় সমিতি	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	শিল্প সমবায় সমিতি	অন্যান্য সমবায় সমিতি
ফরাক্কা	১২	৩	-	-	২	-	-	৪	-	১	১	-	২	৪	১	৪	১
সামশেরগঞ্জ	১০	৫	১	-	-	১	-	৩	১	১	১	-	-	৪	২	২	-
সুতি - ১	১৪	৪	-	-	-	-	-	-	-	২	-	-	-	১	৩	-	-
সুতি - ২	১১	৩	-	-	-	১	-	২	১	-	-	-	-	৪	৪	১	-
রঘুনাথগঞ্জ-১	১১	৪	১	-	-	-	-	২	১	২	১	-	১	৯	২	-	১
রঘুনাথগঞ্জ-২	৭	৫	-	-	-	১	-	-	-	১	২	-	-	৬	২	১	-
সাগরদীঘি	২২	১৭	-	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-	১	৪	-	৪
লালগোলা	২১	১০	-	-	-	১	-	-	-	২	৩	-	-	২	২	১	১
ভগবানগোল-১	১৪	৫	-	-	-	-	-	-	-	২	৪	-	১	-	৩	-	২
ভগবানগোলা-২	১৭	৪	-	-	২	১	-	-	-	১	-	১	-	২	১	-	-
রাণীনগর-১	১২	৮	-	-	১	১	-	১	-	১	১	-	-	৭	২	১	-
রাণীনগর-২	২০	৩	-	-	১	১	-	-	-	৩	৪	-	-	২	-	২	২
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	১৮	২২	১	১	৩	১	-	-	-	৬	৭	-	২	৫	৪	-	-
নবগ্রাম	২৫	৬	-	-	১	১	-	-	-	৩	৪	-	-	৯	৫	৩	৭
খড়গ্রাম	১৯	৩	-	-	১	-	-	১	-	২	৬	-	-	৬৮	৩	৫	১০
বড়এ(া	২৯	৯	-	-	৪	১	-	৪	-	৩	৭	৪	-	১৬	৩	-	২
কান্দী	১৫	১৩	-	-	৮	১	-	৬	-	৮	১৫	২	১	১২	১০	৩	৩
ভরতপুর-১	১৪	৩	-	-	-	১	১	-	-	১	৬	-	-	৩	১	-	-
ভরতপুর-২	১৮	৩	-	-	-	১	-	১	-	১	৪	-	-	৭	১	-	-
বেলডাঙ্গা-১	৩২	১৪	১	-	২	১	-	২	১	৬	৭	১	১	৫	৫	-	-
বেলডাঙ্গা-২	১৮	৮	-	-	৩	১	১	-	-	১	-	-	১	-	১	-	-
নওদা	২০	৭	-	-	২	১	-	-	১	১	১	-	-	২	৬	১	-
বহরমপুর	১৮	১৮	-	-	১২	১	১	২	১	৬	৭	-	-	৬	১২	১	১
হরিহরপাড়া	১৭	৮	-	১	২	১	-	-	১	৩	৫	২	-	৪	৪	২	-
ডোমকল	৩৭	১৪	-	-	২	১	-	-	১	১	২	-	-	৮	২	২	-
জলঙ্গী	১৬	১১	-	-	৩	১	-	-	-	১	১	-	-	২	৫	-	-
বহরমপুর শহর সার্কেল	-	৪০	২	৪	৩৫	-	-	৮	-	২৬	-	-	১	-	-	১	-
মোট	**৪৬৭**	**২৫০**	**৬**	**৬**	**৮৪**	**২১**	**৩**	**৩৬**	**৮**	**৮৬**	**৮৯**	**১০**	**১০**	**১৮৯**	**৮৮**	**৩০**	**৩৪**

সূত্র ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব্ কো - অপারেটি ভ সোসাইটিস, মুর্শিদাবাদ(এম,ডি, দি ভাগীরথী কো- অপরেটিভ মিল্ক প্রডিউসারস্ ইউনিয়ন লিমিটেড, বহরমপুর

স্বল্প সঞ্চয়

মুর্শিদাবাদ জেলার স্বল্প সঞ্চয়ের অগ্রগতি ও সাফল্য সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই যেটা বলতে হয় সেটা হল এই জেলার মানুষদের সঞ্চয় চেতনা একটু দেরীতে এলেও বর্তমানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বল্প সঞ্চয় অধিকরণের প্রচার পরিকল্পনায় জেলার সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে, জেলার বিভিন্ন হাটে মাইকের মাধ্যমে, দেওয়াল লিখন, বাৎসরিক লক্ষ ট্যাবলো ও ট্রাক ট্যাবলো, ট্রাডিশনাল মেলায় স্বল্প সঞ্চয় স্টল ও প্রচার পত্র বিলির মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। জেলার ২৬ টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে একজন করে সঞ্চয় উন্নয়ন আধিকারিক আছেন। জেলার ৭ টি পৌরসভার স্বল্প সঞ্চয়ের কাজ সংশ্লিষ্ট ব্লকের আধিকারিক এর দায়িত্বে করা হয়। সঞ্চয় আধিকারিকগণ গ্রামে ও পৌরসভা এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে নিয়ে গ্রুপ মিটিং করেন এবং স্বল্প সঞ্চয়ের উপকারিতা ও স্বল্প সঞ্চয়ের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন।

সারা জেলায় এস এ এস এজেন্ট আছেন মোট ৮১০ জন। রেকারীং ডিপোজিট এজেন্ট আছেন ৩০০ জন, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড এজেন্ট আছেন ২৪ জন। এস এ এস এজেন্টগণ স্বল্প সঞ্চয়ের কিষাণ বিকাশ পত্র, ডাকঘর মাসিক আয় প্রকল্প, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল সেভিংস স্কীম ও টাইম ডিপোজিট স্কীমের কাজ করেন। রেকারীং ডিপোজিট এজেন্টগণ শুধুমাত্র রেকারীং ডিপোজিটের কাজ করেন। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের এজেন্টগণ শুধুমাত্র পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাজ করেন। তাছাড়াও সারা জেলায় বিভিন্ন সরকারী অফিস মিলিয়ে মোট ১৫ টি অফিসে পে রোল সেভিংস স্কীম চালু আছে। সারা জেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয় মিলিয়ে ৪ টি বিদ্যালয়ে সঞ্চয়িকা প্রকল্প চালু আছে।

স্বল্প সঞ্চয় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে রাজ্যে বার্ষিক মোট সংগ্রহের ৭৫ শতাংশ ঋণ মঞ্জুর করে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য।

জেলায় গত ১০ বছরে স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

আর্থিক বছর	মোট সংগ্রহের পরিমাণ (কোটিতে)
১৯৯০-১৯৯১	৩৪.১৭
১৯৯১-১৯৯২	২১.১৪
১৯৯২-১৯৯৩	১৭.০২
১৯৯৩-১৯৯৪	৩৯.৫৪
১৯৯৪-১৯৯৫	৬১.২৩
১৯৯৫-১৯৯৬	৬৩.১২
১৯৯৬-১৯৯৭	৫৫.৫১
১৯৯৭-১৯৯৮	৯৮.৮৮
১৯৯৮-১৯৯৯	১০৮.৮১
১৯৯৯-২০০০	১৪৫.৮৮
২০০০-২০০১	১৬৩.০০
২০০১-২০০২	১৫০.৯৭
২০০২-২০০৩	১৬৪.৪৬

হাট

১৯৫১ এর- মুর্শিদাবাদের সরকারী হাটের তালিকায় ১১১ টি হাটের নাম পাওয়া যায়। ১৯৭৯ এর জেলা গেজেটিয়ারে পণ্য, জনসমাবেশ, হাট স্থাপনের তারিখ সহ ৯ টি প্রথম শ্রেণীর এবং ১৯টি দ্বিতীয় শ্রেণীর হাটের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৯৩ এ কৃষিজ বিপণন সংস্থা প্রায় ১৪০ টি হাট - বাজারের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিল। ২০০১ এ কৃষিজ বিপণন সংস্থার কাছ থেকে ৮০ টি হাটের নানা তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলির কোনটিতে মুর্শিদাবাদ জেলার হাট সম্পর্কে সার্বিক তথ্য নেই। যেমন-

(ক) বেশ কিছু হাট বন্ধ হয়ে গেলেও সরকারী তালিকা থেকে সেগুলি বাদ পড়েনি। যেমন গোপজান মৌজার বাজারপাড়া হাট (বহরমপুর)।

(খ) নতুন বা ছোট যে সমস্ত হাট বাস চলাচলের মূল পথ থেকে দূরে অবস্থিত, তাদের নাম ওঠেনি কৃষিজ বিপণন দপ্তরের তালিকায়। যেমন, জাফরাবাদ, বারিয়ানগর (রাণীনগর, ভগবানগোলা-২), ভবানীপুর, (কুনপুর (হরিহরপাড়া), রায়পাড়া, ঘোষপাড়া (জলঙ্গী)।

(গ) বড় হাটগুলি ভেঙ্গে ভিন্ন দিনে ভিন্ন নামে যে সমস্ত হাট শুরু হয়েছে, ঐ তালিকায় তাদের নামও উঠেনি। যেমন, ত্রিমোহিনী হাই মাদ্রাসা হাট (নওদা), আমতলা সর্দার ব্রাদার্স হাট (নওদা) প্রভৃতি।

১৯৫১ এ হাটের সঙ্গে দৈনিক বাজার শুরু হয়েছিল ৩১ টি জায়গায়। ২০০১ এ ৮৬ টি হাটের মধ্যে নতুন ভাবে আরও ১৭ টিতে দৈনিক বাজার শুরু হয়েছে। এ তালিকায় পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে বহরমপুরে ১৮ টি, লালবাগে ১৩ টি, কান্দীতে ১১ টি, জঙ্গীপুরে ২৪ টি নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে একটিও পাইকারী পশু হাটের উল্লেখ নেই। সরকারী তথ্যে জেলার প্রাচীনতম বাজার হচ্ছে জিয়াগঞ্জ (১৭৫০)। তারপরেই কান্দী (১৭৫৩) ও লালবাগ পাঁচরাহার বাজারের (১৭৯২) নাম করা যায়। ঊনিশ শতক থেকে চলে আসা হাট ও বাজারগুলি হ'ল - লালগোলা (১৮৮০) , মিএ(াপুর, জঙ্গীপুর(১৮৫০), গোকর্ণ (১৮০৬),জলঙ্গী (১৮৫০), সালার (১৮৫৬),ইসলামপুর (১৮৮০),জঙ্গীপুর(১৮০১), মীর্জাপুর (১৮৪৫),রঘুনাথগঞ্জ (১৮০৩), ঔরঙ্গাবাদ (১৮৫০),

ভবানীমাটি (১৮৫১),নয়নসুখ (ফরাক্কা১৮৫১), বেলডাঙ্গা (১৮৯৭), ধুলিয়ান (১৮০০), ডোমকল (১৮৮২), পাঁচথুপি (১৮০০), পাড়দিয়াড় (১৮৯৫), আমতলা (১৮৮১), ত্রিমোহিনী (১৮৮৮), পাটকাবাড়ি (১৮৯২), মহলন্দি (১৮৫৩), রাণীতলা (১৮৮০), আখেরীগঞ্জ (১৮৮১)।

জেলার অধিকাংশ হাট সকালে/দুপুরে শুরু হয়ে সন্ধ্যার আগেই ভেঙ্গে যায়। সাগরদীঘি এবং সুতির কয়েকটি হাট ভাঙ্গে রাত ৮ টায়। বাংলাদেশ সীমান্তলগ্ন রাণীতলা, দেবীপুর, ভগবানগোলার পি. ডব্লিউ. ডি.-র মোড়ের সব্জী হাট, নবীপুর, গোধনপাড়া, কাৎলামারি প্রভৃতি হাট চলে রাত ৭ টা পর্যন্ত।

সবচেয়ে বেশী এলাকা জুড়ে বসে বেলডাঙ্গার হাট (১৬.০৮ একর)। অন্য হাটের এলাকার হ্রাস/বৃদ্ধির তথ্যাভাবে আলোচনা করা অবান্তর।

২৫ টি বিভিন্ন এলাকার হাট সমীক্ষা করার সূত্রে জানা গেছে যে সবচাইতে বেশী জনসমাগম হয় বেলডাঙ্গার হাটে ১৫-২০ হাজার (১৯৭৯ তে ২-৫ হাজার)। গোধনপাড়া (রাণীনগর), সেখপাড়ার (ঐ) হাটেও ১০/১৫ হাজার জনসমাগম হয় (১৯৭৯ এ গোধনপাড়ার ১০০০ মাত্র)। ইসলামপুর (১০/১২ হাজার), ট্যাংরামারী (৫/৭ হাজার), বারুইপাড়া (৫-৭ হাজার), ডাকবাংলা (৭-১০ হাজার), ধুলিয়ান হাট (৭/১০ হাজার), সেখপাড়া প্রভৃতি হাটে জনসমাগম অনেক বেড়েছে। তবে সর্বাধিক জনসমাগম বেড়েছে পশু হাটগুলিতে।

হাটগুলির যথার্থ আয় জানা যায়না। কিন্তু মালিক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে সব চাইতে বেশী আয় বেলডাঙ্গা হাটের (২০/২৫ হাজার টাকা প্রতি হাটের দিনে), ভগবানগোলার ভাটার হাট (১০,০০০ টাকা), রামবাগ (১৫,০০০ টাকা), কান্দীর ডাকবাংলা (১০/১২ হাজার টাকা), মহলন্দির কালিতলা (৭/১০ হাজার টাকা), শেরপুর গোহাট (৭/৯ হাজার), রাণীনগরের গোধনপাড়া ও সেখপাড়া (৫/১০ হাজার), লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, সালার, ধুলিয়ান প্রভৃতি হাটের আয় উল্লেখযোগ্য। অধিকতর আয়ের হাটগুলি প্রায় সবই পশুর হাট।

সীমান্ত জেলা এবং বাংলাদেশ থেকে পণ্য এবং ক্রেতা আসে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত সংলগ্ন হাটে। প্রায় সমস্ত হাটে পণ্য ও জনসমাগম বেড়েছে। আসে বহিরাগত লোক, ট্রাক, ভ্যান। তুলনামুলকভাবে হাটের মুনাফাও বেড়েছে। কিন্তু যথেষ্ট পানীয় জল, বাথরুম-পায়খানা, মাথার উপরে ছাদ খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এ দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

জেলা কৃষিজ বিপণন অধীক্ষক জানিয়েছেন যে, (১) কৃষি পণ্যের ব্যবসায়ে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কয়েকটি ধাপের হাত ঘুরে পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়। (২) ফসল সংরক্ষণের জন্য এ জেলায় ১০০ টি শস্যগোলা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ফল ও কাঁচা সব্জী রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা এ জেলার হাটে বাজারে দেখা যায় না। জেলার বাজারের জন্য উৎপাদিত সিঙ্গাপুরি কলা, পেয়ারা, পেঁপে অনেক সময় নষ্ট হয়। (৩) ৭৫ খানি উন্নতমানের গরুর গাড়ি এবং রিক্সা ভ্যান চালু হয়েছে। (৪) গ্রাম ও বাজারের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ করে কাশিমবাজার, লালবাগ, কান্দী, জঙ্গীপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি গঠন করে হাট-বাজারকে উন্নত করার চেষ্টা চলেছে। এতে শহরের কিছু বাজার উন্নত হয়েছে বটে, কিন্তু স্থানাভাবে উপচে পড়া ভিড়, পাকা রাস্তা দখল করেছে, হাটের ভেতরে কাদা, বৃষ্টিতে ছাদের অভাবে মানুষের দুর্দশা- এক কথায় গ্রাম্য হাটের প্রাচীন ছবির কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। (৫) মার্কেট ইনটেলিজেন্স প্রকল্পের ৬ টি জেলাওয়ারি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

পণ্যের ভিত্তিতে এ জেলার হাটগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ -

১) বিশুদ্ধ পশুর হাট - মহলন্দী কালিতলা হাট (কান্দী), ট্যাংরামারী পশুপাখির হাট (হরিহরপাড়া) প্রভৃতি।

২) পশু বিহীন কৃষিপণ্যের হাট - সারগাছি বাজার, ভগবানগোলা পি. ডব্লিউ. ডি. মোড়ের সব্জী হাট, গোকর্ণ সব্জী হাট প্রভৃতি।

৩) এছাড়া রয়েছে মিশ্র পণ্যের হাট। কৃষিজ পণ্য এবং পশুপাখি পাওয়া যায় এখানে।

১৯৫১ এর সরকারী তথ্যে বেলডাঙ্গায় (মঙ্গলবারে), লালগোলায় এবং বড়ঞার গ্রাম শালিকায় (রবিবারে) পশুপাখি বিক্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯৭৯ তে বেলডাঙ্গা, লালগোলা, জিয়াগঞ্জের হাটে পশুপাখি (হাঁস, মুরগী) বিক্রয়ের তথ্য আছে।

২০০০ এর সরকারী তথ্যে এবং ক্ষেত্র সমীক্ষায় অনেকগুলি মিশ্র-পণ্যের হাট চিহ্নিত করা যায়।

লালগোলায় - পাইকপাড়া, দেওয়ান সরাই, নসীপুর, ইলিমপুর, ভাটার হাট।
ভগবানগোলায় - রামবাগ, পি. ডব্লিউ. ডি. -র মোড়, তেলিপাড়া।
সামশেরগঞ্জে - ধুলিয়ান।
রঘুনাথগঞ্জে - ঘোড়শালা, কুলগাছি
রাণীনগরের - গোধনপাড়া
জলঙ্গীর - ভাদুড়িয়া পাড়া
ডোমকলের - গড়াইমারী
খড়গ্রামের - শেরপুর
বড়ঞার - ডাকবাংলা
বড়ঞার - গ্রাম শালিকা প্রভৃতি হাট মূলতঃ মিশ্র পণ্যের হাট।

মুর্শিদাবাদ জেলার হাটগুলির নানা ধরনের মালিকানা দেখা যায় -

১) ব্যক্তিগত মালিকানা - সালার হাট , মিঞার বাগান হাট , রামবাগ হাট (ভগবানগোলা)।

২) পারিবারিক যৌথ মালিকানা ও গোষ্ঠিগত মালিকানা- আমতলা সর্দার ব্রাদার্স হাট (নওদা), বারুইপাড়া হাট (হরিহরপাড়া) , ট্যাংরামারী গরুর হাট (হরিহরপাড়া), ডাকবাংলা হাট (কান্দী)।

৩) যৌথ মালিকানা - মহলন্দি কালিতলা হাট , পাঁচগ্রাম হাট ।

৪) সংস্থার মালিকানা - শেরপুর পশু হাট , চোয়া সব্জী হাট ।

৫) বাজার সমিতির মালিকানা - পাটিকাবাড়ি সব্জী হাট।

৬) শিক্ষা/ ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মালিকানা - ত্রিমোহিনী হাই মাদ্রাসা হাট (নওদা), জামা মসজিদ হাট (ঔরঙ্গাবাদ)

৭) সরকারী হাট, ইজারা দেওয়া হয় - ইসলামপুর, সেখপাড়া।

৮) ব্যক্তিগত হাট, ইজারা দেওয়া- রাজার হাট/ হরিহরপাড়া হাট ।

অনেক হাটে বিপুল পণ্য সম্ভার আসার জন্য পশুর হাট, কৃষিপণ্যের হাট থেকে আলাদা হয়ে পৃথক দিনে বসে। যেমন ভগবানগোলার পি. ডব্লিউ. ডি. মোড়ের সব্জীহাট বসে সোম-বৃহস্পতিবারে, পশুহাট হয় মঙ্গলবারে। ওমরপুর কচু হাট হয় প্রতিদিন, গরুর হাট হয় রবিবারে।

হাট সন্নিহিত অঞ্চলে কৃষিপণ্যের আমদানী- রপ্তানীর জন্য গড়ে উঠেছে আড়ত । হাটের দিন ছাড়াও চাষীরা সেখানে নির্দিষ্ট পণ্য নিয়ে আসে এবং বহিরাগত ট্রাক ইত্যাদি এসে সেগুলি নিয়ে যায়। হরিহরপাড়ার মিঞারবাগান হাট সংলগ্ন এলাকায় শীতকালে প্রচুর শিম উৎপন্ন হয় বাজারের জন্য। চাষীরা রোজ শিম এনে দেয় আড়তে এবং শীতের সময় এক ট্রাক শিম এখান থেকে বাইরে যায়। লালবাগ থানার টিকটিকি পাড়া থেকে অনুরূপভাবে যায় লাফা ও বরবটি।

নানা ধরনের পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হলেও বিশেষ একটি পণ্যের জন্য কোন কোন হাটের খ্যাতি রটে যায়।

- বাংলাদেশ সীমান্তের ভাটার হাট (লালগোলা) ছাগলের বেচাকেনার খ্যাতিতে 'ছাগলের হাট' নামে চিহ্নিত হয়েছে।
- গোধনপাড়ার হাট (রাণীনগর) খ্যাত শীতের মিষ্টি ও সরবতী (শাঁকালু) আলু, গ্রীষ্মে কাঁঠাল এবং বর্ষায় লঙ্কার জন্য।
- সারগাছি, বেলডাঙ্গার হাটের কপি বিখ্যাত।
- পটল ও বেগুনের জন্য প্রসিদ্ধ হরিহরপাড়ার বিভিন্ন হাট।
- পাটিকা বাড়ি, ত্রিমোহিনী এবং দৌলতাবাদের খ্যাতি পানের জন্য।
- শেখপাড়ার হাট পাইকারী ডাল শস্যের জন্য প্রসিদ্ধ।
- গোকর্ণ এবং পাঁচগ্রাম হাটে পাওয়া যায় পেঁয়াজের চারা।
- সালারের হাট প্রসিদ্ধ উচ্ছে ও করলার জন্য।
- ওমরপুরের হাটের কচু বিখ্যাত।
- ট্যাংরামারীর হাটে পাওয়া যায় ঘোড়া, শেরপুরের হাটে ঈদের আগে মেলে উট।

মুর্শিদাবাদ জেলার সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ হাট বসে ভগবানগোলার রামবাগে। গরু, ছাগল, সব্জী, গাছের বীজ ও চারা বাদেও এখানে বিক্রি হয় বাঁশের তৈরী মাছ ধরার সরঞ্জাম, মাথাল, ঝুড়ি, ডালি প্রভৃতি। খেজুর পাতার মাদুর এখানে আসে পর্যাপ্ত পরিমাণে। কাঁচা, শুকনো, গুঁড়ো হলুদ ইত্যাদিও বিক্রি হয়।

- সাপের খেলা , বাঁদর নাচ, ম্যাজিক, গান ও বাজনা দেখিয়ে বিক্রি হয় কবিরাজী ঔষধ।
- ছুরি এবং কাঁচি ইত্যাদি শান দেওয়া হয়।
- রঙিন চশমা নিয়ে আসে লালবাগের ইরানী মেয়েরা।

মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের রীতি অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। অর্থনৈতিক দিকে হাটের আয় লাভজনক। নির্দিষ্ট ভূমিখন্ডে চাষ অপেক্ষা হাটের আয় বেশি, পরিশ্রম কম। মুর্শিদাবাদের জমিদারদের, যেমন কাশিমবাজারের বড় রাজা, ছোট রাজা (রায়পরিবার) অনেকে হাটের মালিক ছিলেন। যেমন হরিহরপাড়া হাটটির নাম ছিল ' রাজার' হাট। কাশিমবাজারের রায় জমিদারেরা ছিলেন এর মালিক। জেলার সর্ববৃহৎ বেলডাঙ্গার হাট নিয়ে কাশিমবাজারের বড় রাজাদের সঙ্গে হারুণ রশিদ দিগরের এক মামলা হয়। এ মামলার সোলেনামা অনুযায়ী হারুণ রশিদেরা হাটের মালিকানা পায়। পরবর্তীকালে তার ওয়ারিশদের সঙ্গে আবার মামলা হয় সেখ আব্দুল্লার পরিবারের। ১৯৮১ এ অন্য এক মামলায় এ হাটের অংশ বিভাগ বন্টন করা হয় অংশীদের মধ্যে।

লাভজনক হিসাবে এ জেলার হাট পত্তন এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার অনুমোদন নেওয়ার তৎপরতা এবং হাটের মালিকানা নিয়ে মামলা, এক হাট ভেঙ্গে একাধিক হাট তৈরীর প্রক্রিয়া নিরন্তর চলেছে। হাটের পণ্য বিক্রেতাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট জায়গা অথবা মোট বিক্রয়ের জন্য মালিক টাকা নেয়। গবাদি পশুর লিখিত বিক্রয় পত্রের জন্যও ভাল অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। খাজনার অতিরিক্ত, মালিক বা তার কর্মচারী, বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে তোলা। মুকুন্দ চক্রবর্তী গুজরাট নগরে ভাডু দত্তের তোলার নামে বলপূর্বক পণ্য সংগ্রহের বিবরণ দিয়েছেন। এ তোলাবাটি এবং পশু বিক্রয়ের অতিরিক্ত লেখাই - এর বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনে কার্যকরী প্রতিবাদ হয়েছিল। আধুনিককালে হাট তোলার জোর জুলুম অনেক কমে গেলেও প্রথাটি বেঁচে আছে। মালিকপক্ষ ছাড়াও ঝাড়ুদার, নানা ধরনের সাধু ও ফকির, উৎসব কমিটি, অভাবী মানুষ; উৎপাদক চাষী বা আগত ব্যবসায়ীদের কাছে তোলা চায় বা আদায় করে। নতুন হাটের জন্য মালিকপক্ষ হান্ডবিল ছাপিয়ে, মাইকে প্রচার করে।

হাটের দিন অনেক আগে থেকে বাউলদের পাল্লা গান, কবিগান, পঞ্চরস/লোকনাট্য আলকাপ দিয়ে লোক আকর্ষণ করা হয়। ক্রেতা বিক্রেতাদের দেওয়া হয় নানা সুযোগ সুবিধা। পারিবারিক দ্বন্দ্বে, গ্রাম্য বিবাদে, জনসংখ্যার চাপে ও চাহিদায় একটি হাট ভেঙ্গে সন্নিকটে সৃষ্টি হয় আরেকটি হাট।

ভগবানগোলায় পি. ডব্লিউ. ডি.'র মোড়ে সব্জী হাট থেকে পশুহাট আলাদা হয়েছে। শেরপুরে গবাদি (খড়গ্রাম) পশুর হাটটি পৃথকভাবে শুক্রবারে হয়। মহলন্দি (কান্দী) তে পশুহাটটি 'কালিতলা হাট' নামে পৃথক হয়ে গেছে। ত্রিমোহিনী হাট থেকে পৃথক একটি হাট সূচিত হয়েছে ' ত্রিমোহিনী হাই মাদ্রাসা হাট' নামে (নওদা)। আমতলায় 'সর্দার ব্রাদার্স' এক নতুন হাট (নওদা)। প্রাক্তন হাট থেকে এগুলি ভিন্ন দিনে বসে।

যোগাযোগ এবং পণ্যব্যবসা বৃদ্ধির জন্য খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রগুলি হয়ে যায় পাইকারী বাজার, অস্থায়ী হাট দৈনিক বাজার এবং গঞ্জে পরিণত হয়। হরিহরপাড়াগামী পাকা রাস্তার ধারে কুমড়োদহ ঘাটে এবং বারুইপাড়া হাটে ক্রমশ গঞ্জ গড়ে উঠছে। অন্যদিকে চোঁয়া (হরিহরপাড়া), হরিহরপাড়া (ঐ), আমতলা, পাটিকাবাড়ি গঞ্জে (নওদা) পরিণত হলেও নিত্য বাজারের সঙ্গে এ স্থানগুলিতে হাট বসে। অন্যদিকে সালারের গঞ্জের হাটটিকে নিত্য বাজারে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। নানা কারণে হাট দৈনিক বাজারে পরিণত হয়ে যায়। যেমন ভগীরথপুরের হাট (ডোমকল), নটিয়াল, দেবীপুর, সাহেবরামপুর, খয়রামারী (জলঙ্গী), সোমপাড়া, বরুয়া, দেবকুন্ডু, হরেকনগর (বেলডাঙ্গা) প্রভৃতি হাট এখন দৈনিক বাজারে পরিণত হয়েছে। গ্রামের গঞ্জে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কিনা সমাজ বিজ্ঞানীরা তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন। ১৯৫১ এর সরকারী হাটের তালিকার সঙ্গে এখনকার হাটগুলির তথ্য যুক্ত করলে দেখা যাবে যে, নিকটবর্তী হাটগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিনে বসে জনগণের চাহিদা মেটায়। গত শতাব্দীর সাতের/আটের দশকে সবুজ বিপ্লবের ফলে মোট উৎপাদন বেড়ে উৎপাদনের বৈচিত্র্য এসেছে হরিহরপাড়া এলাকায়। কুমড়োদহ ঘাট থেকে হরিহরপাড়ার চোঁয়া পর্যন্ত পাকা রাস্তার ধারে ১৯৫১ এর সরকারী তথ্যে তিনটি হাট দেখা যায় (বারুইপাড়া, হরিহরপাড়া, চোঁয়া)। ১৯৯৩ এ মিঞাবাগান, ২০০০ এ ট্যাংরামারী পশুহাট যুক্ত হয় এ তালিকায়। বর্তমানে কুমড়োদহ ঘাটে নিত্যবাজার বসে , হাট হয়। পাকা রাস্তা থেকে ভেতরে অন্ততঃ ৫ টি হাট বসে (শাহাজাদপুর, স্বরূপপুর, ভবানীপুর, (কুনপুর, রায়পুর প্রভৃতি) । অর্থাৎ ১৯৫১ এর তিনটি হাট এখন চারগুণ হয়ে বারো বা ততোধিক হাটে পরিণত হয়েছে। কুমড়োদহ সেতুর পূর্বপাড়ে নিশ্চিন্তপুরের মোড়, মিঞাবাগান, বারুইপাড়া হাট ক্রমশঃ গঞ্জের রূপ ধারণ করছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার হস্তশিল্প এবং হস্তশিল্পীরা এক সময় জগৎ-বিখ্যাত ছিলেন। এ হস্তশিল্পগুলির অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে, লুপ্ত হওয়ার পথে। এখানে কোন ভারী শিল্প স্থাপিত হয় নি। কাপড় বা চিনির কল দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ হয়ে আছে। কৃষিই মুর্শিদাবাদের সম্পদ। গঙ্গার দু-তীরে পলাশী পর্যন্ত ভূমিতে নানা ধরনের ফসল, ফল, আখ, পর্যাপ্ত সব্জী উৎপাদিত হয়। পাট, গম এবং পান উৎপাদনে মুর্শিদাবাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জেলার ৫৩১৬১১ হেক্টর জমির মধ্যে কৃষির এলাকা প্রায় ৩৬৫০০০ হেক্টর। আবাদ গ্রাস করেছে বাগান, জলা বিল, খালের অংশ। গত ২০ বছরে এখানে কৃষি উৎপাদন, জনসংখ্যা এবং পণ্যের বৈচিত্র্য বেড়েছে। গ্রামীণ হাট বাজারে কেবল স্থানীয় কৃষিপণ্য বিক্রয় হয় না। বহিরাগত কৃষিজ পণ্য, আঙ্গুর,আপেল,বেদানা,কমলালেবু, আম প্রভৃতি ফল,নানাবিধ সস্তা শিল্পদ্রব্য হাটের মাধ্যমে ক্রমাগত অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চলেছে গ্রাম্য জীবনে।

পথঘাটের তুলনামূলক উন্নতি, পণ্য বহনের সুযোগে, বাইরের চাহিদায় এ জেলার হাটগুলিতে পণ্য ও জনসমাগম বেড়েই চলেছে। মধ্যবঙ্গের কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির সঙ্গে হাটগুলির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য সম্পর্ক। বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু মুর্শিদাবাদের হাটের পথ ধরেই বাংলাদেশে চলে যায়। সীমান্তের হাটে আসে সস্তা ইলিশ। সব হাটে পুরনো জামা ,প্যান্ট , সোয়েটার ঢালাও বিক্রি হয় । বাংলাদেশে কোন জিনিষ সস্তা হলে, বা তদ্‌বিপরীত ঘটনায় হাটের মাধ্যমে সেগুলি সীমান্ত পার হয়ে আসে /যায়।

বিভিন্ন হাটে-বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যাদি অবশেষে ট্রাক, টেম্পো, বাস, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি , সাইকেলের মাধ্যমে এবং হাঁটা পথে (গবাদি পশু) পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় চলে যায়। পান যায় ভারতের অন্যপ্রদেশে। তবে এই সমস্ত হাট থেকে কি কি পণ্য অন্যত্র রপ্তানী হয় তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। এ জেলা থেকে পণ্য বিপণন এবং রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হ'ল সারণী- ৯.১৪ তে।

এ তালিকায় পাটের পরিমাণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি চিহ্নিত করা যায়। পাটের ক্রয় - বিক্রয় স্থানীয় ব্যবহার অথবা জনগণের ভোগের জন্য নয়। দাম কম থাকলে বাংলাদেশের পাট আসে সীমান্তের হাটে। অবশেষে কলকাতার পাটকলে তা চালান যায়। চাল এবং আলু বর্ধমান- বীরভূম থেকে এসে বাংলাদেশে রপ্তানী হয়। আম, খেজুরগুড়, নানাবিধ সব্জী এখান থেকে নিত্য যায় কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়িতে। পথ ঘাটের উন্নতির ফলে ট্রাক সোজাসুজি চলে যায় হাটে বা অস্থায়ী আড়তে। এক শ্রেণীর মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ফসলের

সারণী-৯.১৪

জেলা থেকে পণ্য বিপণনের তথ্য

	পণ্য	বাৎসরিক পরিমাণ (কুইন্টাল)	কুইন্টাল-প্রতি গড় মূল্য (টাকা)	মোটমূল্য (লক্ষ টাকা)
১৯৮০	চাল(সাধারণ)	৪০০০০০	২৫০	১০০০
	গম	২৫০০০০	১৭৫	৪৩৭.৫
	পাট	৫০০০০	২০০	১০০০
	আলু	১০০০০০	৭৫	৭৫
১৯৯০	চাল	২২৫০০০	৪৪০	৯৯০
	গম	১০০০০০	২৬০	২৬০
	পাট	২৫০০০০	৫৫০	১৩৭৫
	আলু	১২৫০০০	১৫০	১৮৭৫
২০০০	চাল	৪৪০০০০	১০০০	৪৪০০
	গম	১২০০০০	৬৬৫	৭৯৮
	পাট	৪২৫০০০	৮১৫	৩৪৬৩.৭৫
	আলু	১১৫০০০	২২৫	২৫.৮৭৫

সূত্র ঃ কৃষিজ বিপণন অধীক্ষক, মুর্শিদাবাদ

মাঠ, বাগান কিনে নেয়, বানায় আড়ত। ট্রাক বা অন্যান্য যানবাহন করে তারা মাল পাঠায় বাইরের শহরে। সব্জীর ভান্ডার সারগাছিতে ট্রাকে সব্জী তোলার জন্য অনেক কুলি আছে। আছে তাদের ইউনিয়ন ঘর এবং শ্রমিক সংঘ। এখানের হাটগুলি বহিরাগত চাহিদা ও বাজারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে স্থানীয় হাটের চরিত্র ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে উৎপাদনের এবং উৎপাদকের উপর। বহুক্ষেত্রে বাইরের ব্যবসায়ী এবং ট্রাক না এলে সব্জী ইত্যাদি পণ্যের দাম পড়ে যায়। কিন্তু আঞ্চলিক ছোট হাটগুলি টিকে আছে এরই সমান্তরালে। তাদের সবার নাম তালিকাভুক্ত করাও সম্ভব নয়।

হাট-বাজারের অর্থনীতি গ্রাম্য সমাজে সৃষ্টি করেছে মাঝারি দালাল, বড় ব্যবসায়ীর নিযুক্ত প্রতিনিধি-ক্রেতা এবং পণ্য পরিমাপক। হাটের অর্থনীতির বিস্তারের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তের লোহাপুর পশুহাট। পণ্য পরিবহনের জন্য মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানে বিস্তৃত রাস্তা হাটটির গুরুত্বের কারণ। সপ্তাহে দুদিন বসে এ পশুহাট। দুরের জেলা থেকে, বিহার থেকে পাইকার-বিক্রেতারা পশু নিয়ে পূর্ব রাতে এসে যায়। ক্রেতা-পাইকারেরা পশু কিনে রাতে থেকে যায় অনেকে। তাদের খাবার জন্য অনেক সস্তা হোটেল চালু হয় এ সময়। গবাদি পশুগুলি গ্রাম্য জনতার বাড়িতে খড়-জল-গোয়াল পায়। এ সূত্রে বিস্তৃত এলাকার মানুষ পশুপিছু টাকা পায়। হাটের অর্থনীতির সঙ্গে চারপাশের গ্রামগুলির বিশেষ এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এখানে। প্রায় সমস্ত পশু হাটে সস্তা হোটেল, পানীয় জল এবং খড় পাওয়া যায়। মালিক অথবা দালালদের কেউ এ ব্যবস্থা করে। যেখানে ব্যবসা বেড়ে চলেছে, অনিবার্যভাবেই সেখানে চায়ের দোকান, হোটেল স্থাপিত হয়, ভিত্তি স্থাপিত হয় গঞ্জের।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পশু ব্যবসায়ীদের উল্লেখ করেছেন। মুর্শিদাবাদে এদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। দরিদ্র ব্যবসায়ী বা বড় ব্যবসায়ীর নিযুক্ত মজুরেরা সপ্তাহে তিন-চারদিন পথে হেঁটে পশু তাড়িয়ে চলে। কম মূলধন থাকায় এদের লাভ হয় কম। বড় ব্যবসায়ীরা ট্রাক ব্যবহার করে পশু পরিবহণে। নিযুক্ত করে কর্মচারী। এই ব্যবসা থেকে বেশ কিছু কালো টাকার বিষ সঞ্চালিত হয় গ্রাম্য জীবনে। ব্যবসাক্ষেত্রে বা সীমান্তে এ ব্যবসায়ীদের কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করে, যাপন করে অসামাজিক জীবন।

১৯৫১-র সরকারী হাটের তালিকায় পশুর হাট ছিল তিনটি। ২০০১ এ জেলায় পশু হাটের সংখ্যা অন্ততঃ ৭ গুণ বেড়ে ২১ টির মত। সবচাইতে বেশি টাকা এবং মানুষ এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মুর্শিদাবাদের গ্রামে প্রাণীসম্পদ বিকাশের সঙ্গে বা দুধ ও মাংসের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে এর সম্পর্ক কম। ছাগল, মেষ, মহিষের

চলাচলের চাইতে গোরুর চলাচল এবং ক্রয়-বিক্রয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।এ গরু দুধের জন্য গৃহে পালিত হয় না, কাঁধ দেয় না লাঙ্গলে বা গাড়িতে। বাস্তবে গোচারণ ভূমির অভাবে, গোখাদ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে, আধুনিক প্রজাতির ধানে খড় কমে যাওয়ায়, গোপালনে একজনের নিরন্তর অনিবার্য উপস্থিতির সমস্যায় মুর্শিদাবাদের গ্রামে দুধ এবং লাঙ্গলের ব্যবহার ক্রমে সঙ্কুচিত হচ্ছে। চাষের জন্য কেনা হাল বা ট্রাক্টর পাওয়া যায়। গুঁড়ো দুধ গ্রামে সর্বব্যাপ্ত। গ্রামের হাটে দই-দুধের বাজার প্রায় উঠে গেছে। বাংলাদেশে মাংসের জন্য গবাদি পশুর চোরাচালান মুর্শিদাবাদের গোহাট এবং গবাদি পশুর ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধির নেপথ্য ভূমিকা রচনা করেছে।

হাটে কৃষি পণ্যের দাম ঠিক করায় উৎপাদকের প্রায় কোন ভূমিকা থাকে না। কৃষিপণ্যের সরকারী বাজার দরের সঙ্গে বাস্তব মূল্যের অনেক ফারাক ঘটে যায়। আঞ্চলিক চাহিদার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের নির্দ্দিষ্ট পণ্য ক্রয় হাটের পণ্যের মূল চাহিদা। এর অতিরিক্ত পণ্য এলেই গ্রাম্য হাটে পণ্যের দাম কমে যায় বা বিক্রয় হয় না পণ্য। সব্জী ইত্যাদি পণ্যকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলে কাঁচামাল। এগুলিকে রক্ষা করা যায় না। তাই যে কোন মূল্যে উৎপাদক তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। বর্ষায় সিঙ্গাপুরী কলা, লঙ্কা, ঢ্যাঁড়স, পটল, শীতে ফুল ও বাধাঁকপির দাম হাটে এত কমে যায় যে, চাষী ক্ষেত থেকে ফসল তোলে না। সব্জী খাওয়ায় পশুকে।

অথচ তখন কলকাতা, শিলিগুড়ি প্রভৃতি জায়গায় এগুলির দাম ভাল, চাহিদাও যথেষ্ট। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক চাহিদা ও যোগানের সঙ্গে হাটের অর্থনীতির নিবিড় সম্পর্ক-হীনতায় ক্ষতি হয় চাষীর , ছোট ব্যবসায়ীর। বিভিন্ন এলাকার হাটে কৃষি পণ্যের দামেরও ফারাক থাকে। বহরমপুর শহরের কোন এক সব্জীর পাইকারী বাজারে ক্রেতা-ব্যবসায়ী সংখ্যায় বা ওজনে বেশি নিয়ে, দেয় কম দাম। ১০০ লেবুর জন্য উৎপাদককে দিতে হয় ১১০ টি লেবু, কুইন্টাল প্রতি সব্জীতে দিতে হয় ১০ কেজি বেশি। কৃষি পণ্যগুলি অনেক কজন মধ্যবর্তী দালালের হাত ঘুরে ভোক্তার কাছে পৌঁছায়। ফলতঃ উৎপাদক হামেশাই যথার্থ বাজার মূল্য পায় না। এ সমস্তই সামন্ত অর্থনীতির প্রাক্তন ঐতিহ্য। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক পণ্য উৎপাদন, হাটের পণ্য চলাচল নিয়ে কোন সঞ্চালক কেন্দ্র নেই। নেই যথার্থ চাহিদার এলাকায় রপ্তানীর প্রচেষ্টা। কাঁচামালের বিপণন, রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। শীতের অতিরিক্ত কপিকে তাহলে শুকোনো যেত। ফলতঃ জেলার বা প্রদেশের বাইরের সব্জী বাজারের সঙ্গে হাটের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠেনি।

হাটবাজারের পাইকারী ব্যবসায়ী বা মধ্যস্থ দালালেরা এক গুপ্ত, সাংকেতিক ভাষায় দর-দাম করে। বিক্রেতা সাধারণের অগোচরে এ সংলাপ তাদের লাভালাভের সঙ্গে যুক্ত। একে 'দালালি বুলি' বলা হয়। সব ধরনের দালালেরা এ রীতি ব্যবহার করলেও, গরুর দালালদের ভাষা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক থেকে দশের পরিবর্ত শব্দ হল মিত/মির, বারিয়া, পিয়া, পুনিয়া, মোড়ে, তুরুই, ঝাল, বসু, খুটলো, তালা। তালা'শ-১০০০, বছর-১২০০০, লসু-১৬, বসুশ-৮০০, বসু হাজার-৮০০০ প্রভৃতি সংখ্যার পরিবর্ত- সঙ্কেত শব্দ তারা ব্যবহার করে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্তের বাগড়ী ও কালান্তরের হাটে পান, পাট, সব্জীর এবং ভাগীরথীর পশ্চিমের রাঢ়ে চাল, আলু, ফলের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। কলকাতা/ অন্য শহর থেকে ফল, আদা, পেঁয়াজ , মসলা এবং সব্জী নিয়ে ছোট ব্যবসায়ী এবং চাঁই মহিলারা হাটে আসে। রাঢ়ে বিন্দ-মুশাহারদের, মাছ বিক্রেতা মহিলাদের হাটে বাজারে দেখা যায়। তাছাড়া অধিকাংশ ব্যবসায়ী পুরুষ। অনেক চাষী সরাসরি ফসল নিয়ে আসে হাটে। ছোট ব্যবসায়ী এবং চাঁই বিন্দ মহিলারা চাষীর বাড়ি থেকে ফসল নিয়ে আসে হাটে।

আগে নানা রকম তাঁত বস্ত্র, মশারি হাটে মিলতো। এখন নাইলনের মশারির দাপটে তাঁতের মশারি লুপ্ত হয়ে গেছে। শাড়িও কম বোনে তাঁতী। এখন হাটে লুঙ্গি এবং গামছা পাওয়া যায়। রেডিমেড জামা কাপড়, কমদামী শাড়ি, শায়া ও ব্লাউজ ছোট ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসে শহর থেকে। আগে লোহার/কামারদের তৈরী কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি, বঁটি-দা-কুড়ুল পাওয়া যেত হাটে ।জঙ্গীপুরের কামারদের খ্যাতি তো সারা জেলায়। এখন শহরের তৈরী সস্তা লোহার যন্ত্রপাতি বিক্রি হয় হাটে। কাঠের ভাল আসবাব পত্র বা পুতুল হাটে আসে না। আসে কমদামি বাক্স, চৌকী, আলনা। কুমারপাড়াগুলি থেকে গরুর গাড়ি আসেনা সব হাটে। কিন্তু গরীব চাষীরা এখনো গরুর খাবারের নাদা কেনে। গ্রামে বড় জ্বালানীর টানাটানি , তাই হাড়ি, সরায় খাবার বানায় দরিদ্র জনতা। স্টেনলেশ স্টিলের সস্তা বাসন, প্লাস্টিকের খেলনা, মগ, বদনা, বালতি, জুতো, হাওয়াই হাট জাঁকিয়ে বসেছে। গরমে সস্তা আইসক্রিম আর রঙিন সরবৎ। হাটে দই বা দুধের বিক্রি তেমন চোখে পড়ে না।

গঞ্জ বা গ্রামের আড়ত, ভ্রাম্যমান ছোট ব্যবসায়ী, গ্রাম-গঞ্জের মুদিখানা, কাপড়, মনোহারী এবং হার্ডওয়ারের দোকানে গ্রাম্য-জনতা ক্রয় বিক্রয় করে। হাটে পাট, ধান ইত্যাদির কেনাবেচা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তর্গত গ্রামগুলির পক্ষে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য বা নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালির পণ্য সংগ্রহের জন্য এখন হাট অনিবার্য নয়। কিন্তু পিছিয়ে থাকা এলাকার দরিদ্র জনগণের পক্ষে হাট এক অত্যাবশ্যক বিষয়। হাটের মাধ্যমেই আঞ্চলিক কৃষিপণ্য অন্য এলাকায় যাতায়াত করে। বিপরীতক্রমে নগরের সস্তা শিল্প এবং বিলাস দ্রব্যগুলি গ্রামজীবনে হাটের মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানীর কাছে তাই হাট এক গুরুত্বপূর্ণ দর্পণ।

মেলা

‘মেলা’ শব্দটির মধ্যে মিলনের একটি ভাব আছে। আমাদের মত এক ঐতিহ্যাশ্রিত, নিবিড় সমাজসংবদ্ধ দেশে সামাজিক, পারিবারিক এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে ও মেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও নানারকম সামাজিক কারণে সংশ্লিষ্ট মেলা হয়। এদেশে ধর্মের সামাজিক প্রভাব অপরিসীম। বহু মেলার ভিত্তি ধর্মীয়। মেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বা শুধু ধর্মাচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আনন্দানুষ্ঠান ও তার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদান প্রদানের এবং ভাব বিনিময়ের গভীর যোগস্থাপন করেছে। বিভিন্ন দেবতার পূজো অথবা রাজা/জমিদারের অভিষেকের ধর্মীয় আচার, আনন্দানুষ্ঠান, সাধক সন্তদের আবির্ভাব সমাজে প্রত্যেক মানুষকে একদিকে যেমন আনন্দিত আর প্রাণচঞ্চল করে তুলত, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ঋতুতে যেসব উৎসব অনুষ্ঠিত হ’ত সেগুলি সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। ফলে সমস্ত উৎসব একক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে ছাড়িয়ে সকলের অংশগ্রহণে সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়ে উঠত। এভাবেই মেলাগুলো পথ চলা শুরু করেছিল। আজকের দ্রুত পরিবর্তমান বাস্তবে পূজোপার্বণ বা মেলার প্রকৃতি আর অংশগ্রহণকারী মানুষের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, পেশা অনেক পাল্টালেও কিংবা পুরনো দিনের পূজোপার্বণ, উৎসব মেলার সঙ্গে আজকের মেলার চেহারার অনেক পার্থক্য থাকলেও পুরনো দিনের সঙ্গে তার যোগসূত্র এখনও অনুভব করা যায়। দ্রুত নগরায়ণের সর্বগ্রাসী আক্রমণে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতি। শহরের আবহাওয়া গ্রাস করেছে গ্রামীণ মেলাগুলোকে। দৈনন্দিন বাজার, নির্দিষ্ট সময়ের হাট যা গ্রামীণ জীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা মেটানোর জন্য কোন বিশেষ জায়গায় নিয়মিত বসে, মেলা অনুষ্ঠিত হয় তার থেকে ভিন্ন কারণে। অনেকখানি এলাকার মানুষের ব্যাপক কেনাবেচা, যা শুধু প্রয়োজনের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়, তার কেন্দ্রীকরণ ঘটে মেলাগুলোতে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা বসলেও, মেলার প্রাণকেন্দ্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে থাকে। ফলে মানুষের মেলামেশা আর ভাব বিনিময় হয়ে ওঠে অবাধ, আনন্দময় ও প্রাণচঞ্চল। জাতি, ধর্মের গন্ডী ভেঙে ব্যাপক লোক সমাগমের ফলে মেলা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। বহু মেলাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিচিত্র সব কাহিনী, যা মেলার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক ও গৌরববাহী।

আজকের যুগে শহরবাসী মানুষ নিজেদের বিচ্ছিন্নতা কাটানোর জন্য নানা ধরণের মেলার আয়োজন করে থাকেন। যেমন বইমেলা, শিশুমেলা, পুস্তক মেলা, শিল্প মেলা, সংস্কৃতি মেলা ইত্যাদি যা আমাদের আলোচ্য নয়। মুর্শিদাবাদ মেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মেলা বসে। জেলার প্রধান দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। অবশ্য অতীতের চেহারার সঙ্গে তার বর্তমানের পার্থক্য আছে। জেলার প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে দুর্গাপূজো, কালীপূজো, মহরম, চড়ক, ধর্মরাজ পূজো, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে যে মেলাগুলি হয় তার মধ্যে প্রধান মেলাগুলি এখানে উল্লেখিত হ’ল।

সারণী-৯.১৬

একনজরে জেলার উল্লেখযোগ্য মেলাসমূহ

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ্য	স্থায়িত্ব(দিন)
ফরাক্কা থানা ঃ				
দিলোয়ারপুর	-	-	মহরম	১
নয়নসুখ	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	-
ঐ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪
ঐ	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্তিক	কালীপূজা	-
মহাদেবনগর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১
ঐ	ঐ	ঐ	মহরম	-
অর্জুনপুর	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
খেজুরিয়া	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১
শিবনগর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শ্যামসুন্দর দেবের পূজা	৭
নিম শহর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শিখরবাসিনীর পূজা	৩০

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ	স্থায়িত্ব(দিন)
পলাশী	জুন জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
ফরাক্কা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৭
বেনিয়াগ্রাম	ডিসেম্বর জানুয়ারী	পৌষ	নিতাই গৌর ঠাকুরের পূজা	১৫
সামশেরগঞ্জ থানা ঃ				
দোগাছি	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	শ্যামসুন্দর দেবের পূজা	৭
জলদিপুর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	লক্ষ্মীপূজা	৭
ধুসুরিপাড়া	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	মনসাপূজা	১
জিয়ৎকুন্ড	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	জিয়ৎকুন্ডেশ্বরী পূজা	১
ফরিদপুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	লক্ষ্মীপূজা	৩০
নিমতিতা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	ভগবতী পূজা	১
ঐ	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তী পূজা	৪
ঐ	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৮
রামরামপুর	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	১
নয়াহাট	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	১
মহেশতলা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	মদনমোহন দেবেরপূজা	৭
মিজল	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	১
কাঞ্চনতলা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	১
রঘুনন্দনপুর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	পৌষ	নবান্ন	৩
জীবনজোতহাট	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শ্যামচাঁদ ও বলরাম পূজা	৭
কালুবালু তলা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	কালুবালুর পূজা	১
জাফরাবাদ	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কার্ত্তিক পূজা	১
হাসিমপুর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শ্রীকৃষ্ণের পূণ্যাভিষেক	৭
বাসুদেবপুর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	শ্রী শ্রী সুশারী কালীর পূজা	২
ধুলিয়ান	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	চড়কপূজা	১
সুতি থানা ঃ				
কদমতলা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	২
বাজিতপুর	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সর্বেশ্বর পূজা	১
বহুতালি	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	১
হিলোড়া	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৭
বংশবাটি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	রাজরাজেশ্বরীপূজা	১০
হাড়োয়া	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	চড়কপূজা	১
ঔরঙ্গাবাদ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	অনন্তব্রহ্মাপূজা	৭
ঐ	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	২
রমাকান্তপুর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	৪

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ্য	স্থায়িত্ব(দিন)
রমাকান্তপুর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	রক্ষাকালীপূজা	২
নুরপুর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	৪
আহিরণ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	খেজুরপঞ্চমী মহোৎসব	৪
ঐ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	৩
ঐ	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তী পূজা	৭
আনমপুর-জেহেলিনগর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	মহামায়া পূজা	২
ছাবঘাটি	-	-	পীরের উৎসব	১
ঐ	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	খুতল উৎসব	১
কাশিমনগর	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	১৫
লক্ষ্মীনারায়ণপুর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	১
হিলোড়া	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	
আলমশাহী	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪
কালীগঞ্জ	-	-	মহরম	১
দফাহাট	আগষ্ট- সেপ্টেম্বর	শ্রাবণ	রক্ষাকালী পূজা	২
তাঁতিপাড়া	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	অনন্তদেবের পূজা	৪
ঔরঙ্গাবাদ	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৪
রঘুনাথগঞ্জ থানা ঃ				
রঘুনাথগঞ্জ শহর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	তুলসীবিহার উৎসব	৪
সেকেন্দ্রা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কৃষ্ণকালীপূজা	৮
মিঠিপুর	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১
ঐ	-	-	মহরম	১
জোতকমল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১
গিরিয়া	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৭
ভৈরবতলা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	১
ভাবকি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৫
গোঁসাইপুর	-	-	মহরম	১
রামপুর	ফেব্রুয়ীর-মার্চ	ফাল্গুন	শিবপূজা	৩
বারালা	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	জগদ্দাত্রীপূজা	৫
জানুর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	জগদ্দাত্রীপূজা	১
মীর্জাপুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	শীতলাপূজা	১
ঐ	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কার্ত্তিকপূজা	২
গণকর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	২
রাজনগর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	৮
রঘুনাথপুর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	ব্রহ্মপূজা	৭
চরকা	-	-	রাজ্জাকপীরের উরস	

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ্য	স্থায়িত্ব(দিন)
জঙ্গীপুর	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	গোবর্ধন যাত্রা	
ত(ক	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	নাগেশ্বরীর পূজা	৪
গদাইপুর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	পেটকাটি দুর্গাপূজা	৪
সাগরদীঘি থানা ঃ				
বন্যেশ্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৪
ঐ	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	শিব পূজা	৪
জাগলাই	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	ব্রহ্মাদৈত্য উৎসব	৪
মোড়গ্রাম	ফেব্রুয়ীর-মার্চ	ফাল্গুন	কমলেকামিনী পূজা	৮
বেলোরিয়া	এপ্রিল	চৈত্র	গাজন	৭
পাউলি	ঐ	ঐ	চড়ক	১
মণিগ্রাম	মার্চ-এপ্রিল	ঐ	বাসন্তী পূজা	৬
বোখারা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরদেবের পূজা	৯
সাগরদীঘি	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শ্যামসুন্দরদেবের পূজা	৯
সামসাবাদ	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরদেবের পূজা	৭
নোয়াপাড়া	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালী পূজা	১
ঐ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	রাসযাত্রা	৪
বৎসিয়া	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরদেবের পূজা	৭
বিষ্ণুপুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরদেবের পূজা	৮
বহালনগর	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
মথুরাপুর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শ্যামসুন্দরদেবের পূজা	৯
চন্দনবাটী	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৭
বালিয়া	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	পোষ সংক্রান্তি	১
দোহালী	এপ্রিল - মে	বৈশাখ	মুক্তকেশীর পূজা	১
বাজিতপুর	-	-	চারভাই-এর পূজা	৩০
লালগোলা থানা ঃ				
দেওয়ানসরাই	-	-	মহরম	-
শ্যামপুর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	অনন্তসূর্যর পূজা	৪
যশোইতলা	এপ্রিল- মে	বৈশাখ	যশোই কালীর পূজা	-
জোতভিখন	-	-	মহরম	২
রামচন্দ্রপুর	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতী পূজা	১
লালগোলা	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০
ব্রহ্মোত্তর-মাণিকচক	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩
ব্রহ্মোত্তর-মাণিকচক	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	মনসাপূজা	৭

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপল(্য	স্থায়িত্ব(দিন)
ভগবানগোলা থানা ঃ				
দেবীপুর	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	মাঘ	কৃষ(জননীপূজা	৭
ভগবানগোলা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	দাদাপীরের উৎসব	৮
সুন্দরপুর	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতী পূজা	১
সুন্দরপুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	রামনবমী	১
ললিতাকুড়ি	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রী পূজা	৪
গিরিধারীপুর	জুন-জুলাই	আষাঢ়	গঙ্গা পূজা	৭
গোপীরামপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	১
হরিরামপুর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	চৈত্র সংত্র(ান্তি	১
টেকপাড়া	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১
রাণীনগর থানা ঃ				
রাণীনগর	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৩
হা(ডাঙ্গা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৭
ইসলামপুর থানা ঃ				
ইসলামপুর চক	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৪-৫
গোয়াস	মার্চ-এপ্রিল	ফাল্গুন	রামনবমী	২
জিয়াগঞ্জ থানা ঃ				
সাধকবাগ	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	৯
জিয়াগঞ্জ বাজার	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতী পূজা	১
জিয়াগঞ্জ বাজার	জুন-জুলাই	আষাঢ়	দশহরা	১
সৌদুগঞ্জ	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	কমলেকামিনী পূজা	৭
আজিমগঞ্জ	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	১
নেহালিয়া	জুলাই-আগষ্ট	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	৫
মুর্শিদাবাদ থানা ঃ				
কুমারপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	-
লালবাগ	-	-	মহরম	৫
লালবাগ	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	(্মশানকালীর পূজা	৭
মুর্শিদাবাদ টাউন	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	বেরা উৎসব	১
নসীপুর	জুলাই-আগষ্ট	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	৫
কুমীরদহ	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	শিবপূজা	১
বাটি	এপ্রিল	চৈত্র	গাজন	৮
ডাহাপাড়া	মে - জুন	বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ	প্রভু জগদ্বন্ধু উৎসব	৭
রোশনী বাগ	-	-	পীরের উরস	৭

মুর্শিদাবাদ

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ	স্থায়িত্ব(দিন)
ডাঙ্গাপাড়া	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
নাভিচন্ডী ডাঙ্গাপাড়া	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	মাঘ	নাভিচন্ডীর পূজা	২
নবগ্রাম থানা ঃ				
পাঁচগ্রাম	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	গোষ্ঠাস্টমী	১
পাঁচগ্রাম	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শ্যামসুন্দর জিউ পূজা	২০
জুরানকান্দী	এপ্রিল	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	১২
ঈশানপুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৮
অমরকুন্ড	জুলাই-আগষ্ট	শ্রাবণ	গঙ্গাদিত্য পূজা	১
কিরীটেশ্বরী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	কিরীটেশ্বরী পূজা	৮
বিলোল	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শ্যামচাঁদ পূজা	১৫
গুড়াপাশলা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	বসিয়া পূজা	১
পাশলা	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪
জীবন্তীতলা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবপূজা	১০
পোমিয়া	জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতী পূজা	১
জলঙ্গী থানা ঃ				
কুমারপুর	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	শিবপূজা	৩
নরসিংহপুর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪
বারামাসিয়া	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	শিবপূজা	৩
সদিখাঁরদিয়ার	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	কালীপূজা (রক্ষাকালী)	৩০
কালীতলা	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	বান মেলা	১
দুর্গাতলা (জলঙ্গী)	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	দুর্গাতলা মেলা	১
জলঙ্গী	-	-	মহরম	১
হুকাহারা	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	
সাগরপাড়া	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	বাবা বিশ্বনাথের পূজা	৪
ডোমকল থানা ঃ				
জিৎপুর	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্তিক	কালীপূজা	৪
দাসেরচক	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	মস্তরাম আউলিয়ার আবির্ভাব উৎসব	৩০
ভগীরথপুর	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
শ্রীকৃষ্ণপুর	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
ঝাউবেড়িয়া	-	-	মহরম	১

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপল(্য	স্থায়িত্ব(দিন)
নওদা থানা ঃ				
আলমপুর	জুন-জুলাই	আষাঢ়	নারায়ণ পূজা	৫
আলমপুর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫
বালি	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	১
পাটিকাবাড়ি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৯
সর্ব্বাঙ্গপুর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫
হরিহরপাড়া থানা ঃ				
রায়পুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৫
নিশিন্তপুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	কালীপূজা	৪
নিশিন্তপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	সর্বমঙ্গলাপূজা	৫
(কুনপুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	কালীপূজা	৪
(কুনপুর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	পৌষালী উৎসব	১
(কুনপুর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৪
(কুনপুর	র্মাচ-এপ্রিল	চৈত্র	অন্নপূর্ণা পূজা	৪
হোসেনপুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৭
রামকৃষ(পুর	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৭
স্বরূপপুর	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	২
স্বরূপপুর	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কার্ত্তিকপূজা	-
তাজপুর	-	-	মহরম	১
বেলডাঙ্গা থানা ঃ				
মহুলা	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	১
মহুলা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	উত্তরান্তি উৎসব	১
ভাবতা	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	১
ভাবতা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	উত্তরান্তি উৎসব	১
নওদা	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
নওদা	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪
দলুয়া	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১
দলুয়া	-	-	মহরম	১
দলুয়া	-	-	চেহেলেমপরব	১
নলকুন্ডা	এপ্রিল	চৈত্র	গাজন	১
কুমারপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	১৪
বেনাদহ	এপ্রিল	চৈত্র	গাজন	৫
বেলডাঙ্গা	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	১

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপল(্য	স্থায়িত্ব(দিন)
বেলডাঙ্গা	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
বেলডাঙ্গা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৭
বেলডাঙ্গা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কার্ত্তিকপূজা	১
বেলডাঙ্গা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	গঙ্গাস্নান	১
মাণিকনগর	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	৭
মাণিকনগর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	মহোৎসব	১
আন্ডিরণ	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
আন্ডিরণ	-	-	মহরম	১
মহ্যমপুর	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	উত্তরায়ণ	১
মীর্জাপুর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	নীলপূজা	৭
স(লিয়া	-	-	মহরম	১
রেজিনগর ঃ				
শক্তি(পুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৪
কাদখালি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	উত্তরায়ণ	১
কাদখালি	-	-	মহরম	১
রামনগর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	১
মাঙ্গনপাড়া	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	গঙ্গাস্নান	১
রামপাড়া	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	১
রামপাড়া	-	-	ফরিদ সাহেবের উরস	১
নওপুকুরিয়া	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	মা ডুমনি পূজা	৮
সুকুরপুকুর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৪
সাটুই	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	মহাবা(ণী	১০
বহরমপুর থানা ঃ				
আঁধারমাণিক	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	শীতলা পূজা	৩০
বাসুদেবখালি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতী পূজা	১
জগন্নাথপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	মাদারপীরের উরস	১
জগন্নাথপুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৩
আরোয়া	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	কালীপূজা	১
সংস্কার	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	৭
নওদাপানুর	জুন-জুলাই	আষাঢ়	মনসাপূজা	৪
নওদাপানুর	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
কয়া	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	কালীপূজা	১
বিষু(পুর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	কালীপূজা	৩০

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ্য	স্থায়িত্ব(দিন)
বহরমপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	৩
চৌরীগাছা	জানুয়ারী	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	১
বসন্ততলা	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	শীতলাপূজা	৩০
কারবালা	-	-	মহরম	১
কারবালা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	চাল্লিশা	১
চাঁদ পাড়া	-	-	তুর্কন পীরের উরস	১
রঘুনাথতলা	ফেব্রুয়ারী - মার্চ	ফাল্গুন	রামনবমী	১
খড়গ্রাম থানা ঃ				
নোনাডাঙ্গা	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	শ্যামসুন্দরদেবের পূজা	১
জয়পুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	সিদ্ধেশ্বরী পূজা	১
ইন্দ্রাণী	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
মহম্মদপুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১
নগর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	দাদাপীরের উৎসব	৩০
মাড়গ্রাম	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
গু(লিয়া	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১
কলগ্রাম	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	৪
মহিষার	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	২
মনসাতলা	জুলাই-আগষ্ট	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১৫
এড়োয়ালি	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	২
সাবলদহ	নভেম্বর - ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	ধোক্ড়াবাবাজীর তিরোধান	১
কান্দী থানা ঃ				
বাহাদুরপুর	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
মহলন্দি	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
আসূয়া	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
উগ্রা ভাটপাড়া	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৪
চাঁদনগর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	গ্রামদেবী পূজা	১
চাঁদনগর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৫
কান্দী	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	রাসপূর্ণিমা	১
কান্দী	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	১
কান্দী	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	বিজয়াদশমী	১
যশোহরি	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
মহাদেববাটি	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	বামনদেব পূজা	১
মহাদেববাটি	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ্য	স্থায়িত্ব(দিন)
দোহালিয়া	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	কালীপূজা	১
রূপপুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১
রূপপুর	এপ্রিল	চৈত্র	(দ্রদেবের গাজন	২
বোয়ালিয়া	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ফকির সাহেবের উৎসব	২
রসোড়া	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
জেমো বাজার	জুন-জুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	২
আন্দুলিয়া	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	৭
আন্দুলিয়া	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
জিয়াদারা	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	৩
বড়ঞা থানা ঃ				
ঝিকরহাটি	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	মনসাপূজা	৭
কালিকাপুর	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	ব্রহ্মময়ী পূজা	১৫
শীতলগ্রাম	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	মনসাপূজা	৭
সিদ্ধেশ্বরী	জুন-জুলাই	আষাঢ়	ধর্মরাজপূজা	৭
কুণ্ডল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	শ্যামচাঁদদেবের পূজা	৭
খরজুনা	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	শ্যামচাঁদদেবের পূজা	৭
কুলি	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	২
সাবলদহ	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
বড়ঞা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	পীরশাহ-আলমগীরের উরস	১৫
বড়ঞা	অক্টোবর-নভেম্বর	কার্ত্তিক	কালীপূজা	৭
বড়ঞা	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	৩
শিমুলিয়া	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	কালীপূজা	১
কোঁচবাধা	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	১৫
যুগশ্বেরা	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	১৫
সাহোড়া	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	বাসন্তীপূজা	৪
ভাতস্বর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	৭
মান্দ্রা	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
কেশেরপাহাড়	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব	১৫
মসড্ডা	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	শিবপূজা	২
পাঁচথুপি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব	১৫
পাঁচথুপি	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪
মালিয়ান্দি	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	পৌষ	লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা	৪

মেলার স্থান	ইংরাজি মাস	বাংলা মাস	উপলক্ষ্য	স্থায়িত্ব(দিন)
ভরতপুর থানা ঃ				
গুণানন্দবাটি	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
বৈদ্যপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	১
শক্তিপুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ক্ষ্যাপাবাবাজীর আবির্ভাব	৩
জজান	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	সর্বমঙ্গলা পূজা	১৮
সরডাঙ্গা	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	পীরের উরস	২
গুন্ডিরিয়া	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	১
জাকরি	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	চন্ডীপূজা	২-৩
তালগ্রাম	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	আদিত্য উৎসব	১৪
গড্ডা	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	সরস্বতী পূজা	৪
সিংহারি শাহবাজপুর	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	খেলারামবাবজীর মেলা	১৪
স্বর্ণহাটি	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	মহোৎসব	১
ভরতপুর	মে-জুন	জ্যৈষ্ঠ	গদাধর পন্ডিতের তিরোভাব	৩
করেয়া	জুন-জুলাই	আষাঢ়	ধর্মরাজ পূজা	১
সিজগ্রাম	মার্চ- মে	চৈত্র-বৈশাখ	পীরের উরস	৪
সৈয়দ কুলুটিয়া	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	পীরের উরস	১৪
শিমূলিয়া	এপ্রিল	চৈত্র	চড়ক	১
এরেরা	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	জগদ্ধাত্রী পূজা	১
এরেরা	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	কালীপূজা	২
এরেরা	-	-	মহরম	-
জাউলিয়া	এপ্রিল	চৈত্র	গাজন	৪
সোনা(ন্দি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	বাউল দাসের উৎসব	৪
হামিদহাটি	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	পীরের উরস	৫
কাগ্রাম	নভেম্বর-ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রী পূজা	২
তালিবপুর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	পীরের উরস	৭
মালিহাটি	মার্চ-এপ্রিল	চৈত্র	রাধামোহন গোস্বামীর তিরোভাব	২
উজুনিয়া শিশুয়া	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১
উজুনিয়া শিশুয়া	এপ্রিল	চৈত্র	নীলপূজা	১
কাঞ্চনগ্রাম	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মাঘ	রাধামোহনজীর উৎসব	৪
বৈদ্যপুর	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	১
পুরগ্রাম	এপ্রিল-মে	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	১

তথ্যসূত্র ঃ

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

১। এন. কে. সিংহ- দি ইকোনমিক হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৯

২। রিপোর্ট অব্ দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটি, ১৯২৯-৩০, প্রথম খন্ড

৩। আব্দুল করিম, মুর্শিদকুলি খান অ্যান্ড হিজ টাইমস্, ঢাকা, ১৯৬৩

৪ জে . এইচ. লিট্ল, হাউস অব্ জগৎশেঠ, কলকাতা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৬৭

৫। সাম রিপোর্ট অব্ দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটি, দ্বিতীয় খন্ড

৬। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯

আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ঃ

১। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯

২। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ড বুক, ১৯৯১-২০০১,ব্যুরো অব্ অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমবায় ঃ

১। কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম, ১৮৫৩-১৯৫৩, বহরমপুর।

২। সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, দিকপাল সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমল, গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৬ ।

৩। অশোক মিত্র সম্পাদিত ডিস্ট্রিক্ট হ্যন্ডবুকস্, মুর্শিদাবাদ সেন্সাস, ১৯৫১।

৪। বি. রায় সম্পাদিত ডিস্ট্রিক্ট হ্যন্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, সেন্সাস, ১৯৬১।

৫। ডঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদী - কৃষি বিকাশে সমবায় একটি পরিপূরক উদ্যোগ, সমবায় উৎসব ও মেলা ২০০২ , স্মারক পুস্তিকা, সমবায় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

হাট ঃ

১। বাংলা ভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস।

২। ১৮ দশ শতকে জৈন কবি নিহাল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন বাজার, কুঠী , ভিন্নজাতির আগত ব্যবসায়ীদের বিবরণ দিয়েছেন এ কবিতায়। ‘বালুচর কসেরা হাট’ বাসন ও সিল্ক বস্ত্রের। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড (১৯৪৮), কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬০৫।

৩। উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন, ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদহ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৮, ১৯, ৪৫।

মেলা ঃ

১। সাধন কুমার রক্ষিত, মুর্শিদাবাদ জেলার মেলা ও উৎসব, গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৯, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২। অশোক মিত্র সম্পাদিত ডিস্ট্রিক্ট হ্যন্ডবুকস্, মুর্শিদাবাদ সেন্সাস, ১৯৫১।

৩। বি. রায়, সম্পাদিত ডিস্ট্রিক্ট হ্যন্ডবুকস্, মুর্শিদাবাদ সেন্সাস, ১৯৬১।

৪। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯